# মশাল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

# আমাদের কবিতা।

---

আমাদের কবিতা—বুর্জোয়া সমাজের এই রাঙতায় মোড়া জীবনের রাঙতা ঘোচাবার কবিতা।

আমাদের কবিতা—এই সমাজের শবের মুখে রঙ লাগিয়ে তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেখাবার চেষ্টা নয়।

আমাদের কবিতা—ফুলের চোখের জল নিয়ে ব্যস্ত নয়।

আমাদের কবিতা—কোটি কোটি মানুষের চোখের জলের স্রোত ঠেলে চলে, সকলকে ডেকে বলে,—"এই স্রোত বন্ধ করতে হবে, কে আছ বীর, কে আছ তরুণ, এসো, যে ব্যথার উৎস থেকে এই স্রোত বের হয়ে আসচে সেই উৎস আমাদের বুকের আগুন দিয়ে শুকিয়ে দেবো এসো।"

আমাদের কবিতা—মেঘের দুধে-ধোওয়া রঙের বর্ণনা নয়।

আমাদের কবিতা—লক্ষ মায়ের বুকের দুধ কেমন করে শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই শুক্‌নো বুকের হাহাকার সকলকে জানায়।

আমাদের কবিতা—মানুষের মনভোলানো ভাবুকতার রামধনু সৃষ্টি করে না।

আমাদের কবিতা—কালোকে কালো রূপে দেখিয়ে সকলকে আহ্বান করে কালোকে দেউলে করে দিতে।

আমাদের কবিতা—উপরতলার লোকদের রঙচঙে জীবনের দিকে লোকের দৃষ্টি টেনে সব জীবনটাই বুঝি এই রকম, এই মিথ্যা ধারণা লোকের মনে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে না।

আমাদের কবিতা—সমাজের জীবনের যে দিকটা শালের উল্টো পিঠটার মত শেলাই বের করা, সেই দিকটা সকলকে ডেকে দেখায়।

আমাদের কবিতা—সৌন্দর্য্যের কথা কয় না। কেননা সৌন্দর্য্য আজ নেই। সৌন্দর্য্য হচ্ছে আজকের দিনে উপরতলার বাবুদের হাতের সেই বিষের বড়ী যা দিয়ে তারা আমাদের ঝিমিয়ে রাখতে চায়।

আমাদের কবিতা—এস্‌থেটিকের চর্চ্চা নয়। এস্‌থেটিক বলে,—বস্তু যা তাই দেখে তৃপ্ত হও। তাকে পরিবর্ত্তন করতে চেষ্টা কোর না। এস্‌থেটিকের উপাসকেরা এই পন্থা ধরে চোলে অত্যাচার, অনাচার, দাহ করবার যে দাহিকা শক্তি মানুষের মধ্যে আছে তাকে এস্‌থেটিকের ভিজে ন্যাকরা দিয়ে জড়িয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে চায়।

আমাদের কবিতা—বলে, দেখ, এই হচ্ছে বস্তুর বর্ত্তমান রূপ, তাকে পরিবর্ত্তন করতে হবে।

আমাদের কবিতা—অনন্তের কারবারী নয়। অনন্তের কারবারীরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিতে চায়।

আমাদের কবিতা—প্রতিদিনকার জীবনের সুখ দুঃখের প্রতিচ্ছবি।

আমাদের কবিতা—ধর্ম্মের ধাপ্পা রচনা করে না। ওপারের সৌভাগ্যের আশায় এপারের দুর্ভাগ্যকে সহ্য করতে বলে না।

আমাদের কবিতা—মন্দিরের সেই অন্ধকার যেখানে পুতুল অন্ধকারের মায়াতে প্রবঞ্চিত লোকদের চোখে ভগবান বলে ঠেকে সেই অন্ধকারের স্তুতি গান করে না।

আমাদের কবিতা—মন্দিরের সেই অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সেখানে সেই অন্ধকারে শুধু বাদুড় চামচিকের বাসা।

আমাদের কবিতা—এস্থেটিক-বিরোধী, "অনন্ত"-বিরোধী, "সৌন্দর্য্য"-বিরোধী, ধর্ম্ম-বিরোধী, যেহেতু এস্থেটিক অনন্ত, সৌন্দর্য্য, ধর্ম্ম সবই হচ্ছে বুর্জ্জোয়াদের লোক-ঠকানো ইন্দ্রজাল, এই জীবনের বাস্তব অবস্থা থেকে লোকদের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার ভানুমতীর খেলা।

আমরা এই জীবন বস্তুতঃ যা তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সাজিয়ে তোলা জীবনের দিকে নয়—জীবনের কাঠামোর দিকে। সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে আমাদের কবিতা সকলকে ডাকছে এই জীবনের কাঠামো বদলাতে সাহায্য করতে। আমাদের কবিতা তাই এক কথায় হচ্ছে জীবন ভেঙ্গে গড়ার কবিতা।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

# মশাল

—:*:—

**চোখের জলের শিখায় জ্বলা**
**এই ভুবনের প্রাণ।**

চোখের জলের শিখায় জ্বলা এই ভুবনের প্রাণ,
তার পরে মোর গান।
জ্বলিছে ভুবন যুগ যুগ ধরি অন্ধকারে,
ব্যথা বেদনার, নিষ্পেষণের অশ্রুধারে,
অশ্রুর শিখা জ্বালায়ে খুঁজিছে পথের রেখা,
ভুবন একা।
কবে হোল সুরু এই বেদনার প্রথম ধারা,
কবে ভুবন প্রাণের ছন্দ হইল ছন্দহারা,
সে কাহিনী আজ গাহিবে শোনো গো দীপক তানে
আমার গানে।

সুদূর অতীতে মানুষ হানিলো আপনার বুকে লোভের ছুরি,
চূর্ণ করিয়া আপনার প্রাণে ছড়ালো খণ্ড প্রাণের নুড়ি।
প্রাণ অখণ্ড টুটিলো, ভাঙ্গিলো কুটিল লোভের পাষাণ-গায়ে,
পঙ্কিল লোভ-শিখরে বাঁধিয়া আছাড়ি' ভাঙ্গিলো জীবন-নায়।
সত্যের যোগ হারালো মানুষ আপনার মাঝে সবার সাথে,
ছলনায় ভুলি' লোভেরে আপন দোসর করিলো সেই সে রাতে।
সেই রাত হ'তে হইয়াছে সুরু মানবের প্রাণে প্রলয়-মেলা,
লোভ-অসুরের মানবের প্রাণে সর্ব্বনাশী সে ভাঙার খেলা।

সেই দিন হ'তে সুরু হোলো চুরি বিশ্ব-মানব ভাঁড়ার ঘরে,
সকলের ধনে হরিলো ব্যক্তি শুধু আপনার ভোগের তরে।
দেখিলো মানুষ লোভের লালসে বিকৃত রূপেতে আপন রূপে,
দেখিলো আপনে লালসার রূপে ডুবিয়া আপন ভোগের কূপে।
সেইদিন হ'তে সবার মাঝারে আপনার দেখা পেলো না আর,
তাইতো মানুষ নিজের মাঝারে খুঁজে পেলো নাকো নিজেরে তার।
সেইদিন হ'তে ভুবন-কেন্দ্রে আপন আসন আপন হাতে,
নিদারুণ মোহ-মরীচিকা টানে ভাঙিলো মানুষ লোভের ঘাতে।
সেইদিন হ'তে মানুষে মানুষে বেধেছে বিরোধ হয়েছে পর,
সেইদিন হ'তে ভায়ের ছুরিকা পড়েছে ভায়ের বুকের পর।
সেইদিন হ'তে তিল তিল করি' ক্ষুধায় মরিছে মানুষ তাই,
যবে আপন জঠর পূর্ণ করিয়া তৃপ্ত হয়েছে অন্য ভাই।
সেইদিন হ'তে সুরু হইয়াছে হিংসার লীলা ভুবন পর,
লোভেতে ভোগেতে, হিংসাতে মিলে রয়েছে তাদের বেদী পূজোর।
সেইদিন হ'তে প্রাণ সরে গেছে রিক্ত করিয়া আপন স্থান,
শুচি শুধু প্রাণ, তার স্থান নেছে অশুচি মৃত সে অনুষ্ঠান।
সেইদিন হতে ধর্ম্মের বুলি আওড়ে চলেছে চোর মানুষ,
ভুলাতে চেয়েছে নির্য্যাতীতেরে রচি ধর্ম্মের ফাঁকি-ফানুস।
সেইদিন হ'তে সহজ সত্য প্রাণের ধর্ম্ম মরেছে ব'লে,
বুলি-আওড়ানো চোরা ধার্ম্মিকে ভরেছে বিশ্ব হট্টগোলে।
সেইদিন হ'তে নারীর দেহেতে বাজে নাকো আর আরতি-গান,
পুরুষ-পশুর ভোগের থাবায় দেহের বেদীকা হয়েছে ম্লান।
সেইদিন হ'তে অনাহারে মেরে বাধ্য করেছে নারীরা ওরা,
অন্নের তরে বেচিতে তাহার দেহ, প্রাণ শুচি-সুধায় ভরা।

সেইদিন হ'তে ভোগের তরেতে বর্ণ, গোষ্ঠি, জাতির বেড়া,
রচেছে মানুষ আপনার হাতে চুরি লুণ্ঠনে করিতে সেরা।
আপনারে যদি সবার হইতে না করে পৃথক মানুষ মনে,
কেমন করিয়া লুণ্ঠন চুরি সম্ভব হ'বে অন্য জনে।
সেই খণ্ড প্রাণের বেদনা-অশ্রু-শিখা উঠিয়াছে নিতি জ্বলে,
যুগ যুগান্ত জ্বলিছে সে শিখা নিখিল-মানব-আঁখির জলে।
সেই শিখা ল'য়ে হ'বে জ্বালাইতে মহা-বিপ্লব-শিখাখানি,
ভোগ, লোভ, লুটে আগুন ধরাবো মোরা বিপ্লব-আরুণি আনি'।
চিরতরে এবে ভেঙ্গে দিতে হবে লোভীর হাতের ভোগের থালা,
চিরতরে এবে ধ্বংসিতে হবে লক্ষ লোকের ক্ষুধার জ্বালা।
মানুষে আবার হ'বে বসাইতে এই ভুবনের মর্ম্ম ঠাঁয়ে,
যন্ত্র-দানব, পুতুল-দেবতা, তার স্থান কভু সেথায় নহে।
নরই নারায়ণ এতদিন ছিলো এই কথা শুধু মিথ্যা বুলি,
মানুষ ছাড়িয়া নাই ভগবান এই কথা মোরা গেছিনু ভুলি'।
সে ভুল-বাসুকি রজ্জু করিয়া মথেছে মানুষ পরাণ-সিন্ধু
শুধু হলাহল উঠেছে ছলকি' পায় নাই ফোঁটা অমৃতবিন্দু।
জীবন মথিয়া অমৃত আনিতে এবার মানুষ করেছে পণ,
করেছে সে পণ ঘুচাতে এবারে অপদেবতার প্রবঞ্চন।
তারি তরে আজ সরাও আপনে সকল তুচ্ছ কামনা হ'তে,
টেনে নিয়ে মন কর সন্ধান মানুষের তরে মুক্তি-পথে।
তারি তরে আজ চেয়ে দেখ সবে এই ভুবনের পরাণ পানে,
যে প্রাণ জ্বলিছে অশ্রু-শিখায় মোর বিপ্লব গানের তানে॥

১ই মে, ১৯৩১।

## বুর্জোয়াদের ধার্ম্মিকতা *

—•—

নারী চলতেছিলো ওয়্যারসয়ের রাজপথটি ধরি',
পতিতা সে, পতিত-পাবন সাত্বিকদের সঙ্গদোষে পড়ি'।
অল্প বয়স কচি মুখের রেখায় পড়ে ধরা,
দুপুর বেলায় চলছিলো পথ, রৌদ্র যখন কড়া।
সে যেন গো ধূলায় ঢাকা এক কাননের ফুল,
দেয় দেখা ফুল উড়িয়ে দিলেই ঝড় মুখেরি ধূল।
ক্ষণকালের ঘোমটা ধূলোর ফুলের রূপেরে,
মলিন নাহি করতে পারে চিরতরে রে।
জীবনের ধূলোর পরশ মুখের পরে তার,
ভিতরকার আসল রূপের হয়নি তো বিকার।
রুগ্না ছিলো হায় বেচারী কুশ্রী রোগেতে,
কোন পতিত-পাবন ধার্ম্মিকের সঙ্গ-ভোগেতে।
চলছিলো পথ হঠাৎ কাপড় রক্তে গেল ভেসে,
পড়লো নারী পথের পরে রক্ত-মাখা বেশে।
তাই না দেখে পথের পুলিশ আসলো পলকে
পথের ধারের মোটর দেখে কইলো চালকে—
"নিয়ে চলো হাসপাতালে বিলম্ব না করে,
রুগ্না নারী বিরাম-বিহীন রক্ত পড়ে ঝরে।"
মোটর-চালক কইলো রেগে, "কেমন কথা কও?
ভ্রষ্টা যাবে মোর গাড়ীতে, অন্য শরণ লও।"

---

* বার্লিনের বিখ্যাত দৈনিকপত্র বার্লিনার টাগে ব্লাটে প্রকাশিত সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

পুলিশ কহে "রুগ্না নারী, নাই কি দয়া দেহে,
দেখছ নাকি রক্ত-ধারা পথের পরে বহে ?
সামনে কাছে নাইকো হেরি অন্য কোন যান,
এখন যদি না নাও এরে, ফুরবে এর প্রাণ।"
চালক বলে, "সে যাই হউক ধর্ম্ম আছে তো,
পতিতারে নিয়ে যাবো, হবেনা কভু সে তো।"
পথের লোক শুনতেছিলো দুই জনার কথা
দেখতেছিলো রুগ্না নারীর প্রাণ-গলানো ব্যথা।
তবু তারা ভদ্র কিনা, সভ্য, বড়লোক,
তাই চালকেরে সমর্থিলো, ভিজলো নাকো চোখ।
কইলো তারা "চালক যাহা বলছে খাঁটি কথা,
পতিতারে ওর মোটরে নেয় কেমনে হোথা ?"
পুলিশ কহে "রুগ্না নারী, রক্ত পড়ে ঝরে,
মরবে পথে অবহেলায় সইব কেমন করে ?"
বিজ্ঞ তারা সমাজের মাথার ভূষণ তারা,
কইলো সবে উচ্চ গলায় শীষ দিয়ে নাড়া,
"তবুও তো ধর্ম্ম আছে, আছে তো সমাজ,
ধর্ম্ম, সমাজ মানে নাকো, নাইকো যাহার লাজ
তাকে শাস্তি পেতেই হবে, পাওনা তারি তাই,
আমরা তাকে বাঁচাই মোদের হেন সাধ্য নাই।"
এরা যখন ধর্ম্ম-বুলির খৈয়ের ছড়াছড়ি
করতেছিলো পথের মাঝে গর্ব্ব-সুখে ভরি',
তখন পথের মাঝে রক্ত ঝরে মরলো নারী হায়,
এদের চোখে এক ফোঁটা জল ঝরলো নাকো তায়।

বুকের ক্ষুধারে লুকিয়ে চলার ভণ্ডামি একবার,
ভেঙ্গে দাও প্রভু এক রাত তরে তব বরে দুর্ব্বার।
পরদিন প্রাতে রাতের লীলার স্মরণ থাকেনা যেন,
ভুলে যায় যেন কে কাহারে রাতে ভালবেসেছিলো হেন।
আগেই বলেছি বিধাতা ঠাকুর ছিলেন কপাল গুণে,
উর্ব্বশী নাচে মশগুল, তাই বার কয় গোঁফ টেনে
কহিলেন প্রভু—"করিস না যেন আর কোন আব্দার,
পূর্ণ করিনু তোর আব্দার, এইবার শেষবার।"
মাথাটি ঘষিয়া ঠাকুরের পায়ে, ধূলায় লুটায় পড়ে,
কাহনু—"হে প্রভু এই বর জেনো এই শেষবার তরে।"
মাথে হাত রাখি' আশীষ করিয়া অতি মৃদু হাসি হেসে,
বিধাতা পুরুষ গেলেন চলিয়া খক্ খক্ করে কেসে।
দেখিনু তখন অন্তবিহীন সাগরের তটপরে,
নরনারী সব বেড়ায় ঘুরিয়া হাত ধরাধরি করে।
চাঁদের আলোর সুরাপান করে আবেশ-বিভোল আঁখি,
তাকায় তাহারা এ উহার মুখে অকারণে থাকি' থাকি'।
দেখিনু তখন সমাজী মুখোস খসে গেছে মুখ হ'তে,
বিধাতার বরে আপনার রূপে সকলে উঠেছে মেতে।
ক্রৌঞ্চ-চঞ্চু চূড়ামণি সেই বামন পাড়ার গুরু,
যার সাথেতেই হোক না দেখা, শাস্ত্র করেন সুরু।
সেই চূড়ামণির পত্নী যিনি সতীর সেরা সতী,
যাঁর সতী-যশের গর্ব্বে স্বামী ফুলোন বুকটি অতি,
তিনি দেখি ক্রৌঞ্চমশায়ে এক কোণেতে ফেলে।
তাঁর প্রতিবাসী দত্তদের সেই সুশ্রী-বদন ছেলে,

বিপিনের হাতটি ধরে প্রেমে আত্মহারা,
বেড়িয়ে বেড়ান সাগরতীরে চোখে আগুনভরা।
চূড়ামণি দেখি তখন বাগ্‌দী কুলের মেয়ে,
ফলঝরিরে জড়িয়ে ধরে বেড়ান নেচে গেয়ে।
ওমা, একি, নিরাকারের পূজো করেন বেদীর পরে বসে,
থিয়েটারের নাম শুনলেই কাশতে থাকেন রোষে।
প্যুরিটানের বিগ্রহ গো মর্ত্ত্য ভূমি মাঝে,
তিনি দেখি মুখোস ফেলে দিব্যি বাবু সাজে
তার বেদীর ধারে উপাসনার সময় প্রতিদিন,
গান গাইতো মিষ্টি গলায় কোমল অতি ক্ষীণ,
বন্দ্যো কুলের মনোরমার পেলব কটিখানি,
ডান হাতেতে জড়িয়ে ধরে পথ চলে যান তিনি।
এমনি কতই প্রাণ-জোড়ানো চোখ-ভোলানো ছবি,
সেই সাঁঝেতে সাগরতীরে দেখতে পেলো কবি।
তৃপ্ত পেলেম, চক্ষু বেয়ে ঝরলো চোখের জল,
মুখোস-ছাড়া মানুষ দেখে বাড়লো মনের বল।
ছেঁড়া পুঁথির নীতির বিধান মনের টুঁটি কসে,
চিপে ধরে সোয়ার হয়ে মানুষ বুকে বসে।
তার ফলেতে যতই মরা নপুংসকের দল,
নীতিবাগীশ ঘাটের মড়া জাগায় কোলাহল।
গলায় সবার পরিয়ে দিয়ে নীতির বগলশ,
পুঁথির থামে বেঁধে সমাজ করতে চাহে বশ।
আপদ দেখি আমার ঘাড়েও নীতির ভূতে প্রেতে,
চেপে বসে নীতির বচন ফোটায় অনিচ্ছেতে।

আসল কথা পড়লো চাপা নীতির বুলিতে,
নীতির ভূতে চালায় আমার হাতের তুলিতে।
আসল কথা হচ্চে কিনা সেই সে রাতেতে,
বিশ্ব জোড়া নরনারী নানান ছাঁদেতে
বুকটি তাদের প্রেমের রসে কানায় কানায় ভরা,
মনে ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, মিটিয়ে নিলো ওরা।
রাত মিলালো সাগরতীরে আলোর ছোঁওয়া পেয়ে,
আঁধার গেলো ঢেউয়ের সাথে অতল পানে ধেয়ে।
সকাল বেলায় বামন পাড়ায় শিবের মন্দিরেতে,
পুরোত ঠাকুর মাথা ঘামায় আহারের ফন্দিতে।
এমন সময় বুড়ি গঙ্গার জলে সাঁতার খেলে,
এক কৌট সিঁদুর লয়ে সীঁথির পরে ঢেলে,
চুড়ামণির পত্নী এসে গলায় আঁচল দিয়ে,
পুরোহিতের ধূলি পায়ের চরণ-ধূলি নিয়ে,
আধুলি এক রেখে দিলেন পায়ের তলে তার,
কইলো সবাই এমন সতী খুঁজেই মেলা ভার।
পরম সতী গৃহে এসে চুড়ামণির পদ,
ধৌত করে জলটি খেলেন প্রেমে গদগদ।
সকাল বেলা মন্দিরেতে নিরাকারের পূজো,
বেদীর পরে প্যুরিটানটি ভক্তিতে পিঠ কুঁজো।
পরম ব্রহ্মে ডাকছে ঘন শান্তি দিতে সবে,
যারা সহজ ভাবে বাসতো ভালো চায় গো মোদের ভবে
বেদীর কোণে মনোরমা মুখটি নীচু করে,
তাকিয়ে দেখি চোখটি বেয়ে অশ্রু পড়ে ঝরে।

স্বপ্ন গেলো ভেঙ্গে আমার স্থুটবিহারীর ডাকে
চেয়ে দেখি বন্ধুপ্রবর নামটি ধরে হাঁকে।
বিষম চোটে ধমকে দিলুম বন্ধুবরে কসে
এমন স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো, মরি যে আপশোষে।
যাই হোক্ গে মহাকবির মহৎ বচনখানি
পড়লো মনে ভক্তিভরে অন্তরে নিই টানি'।
"স্বপ্ন-মঙ্গলের কথা অমৃত সমান"
টীকা করো বুদ্ধি মত সবে বুদ্ধিমান।

১৯শে জুলাই। ১৯৩১

## সংঘাতের গান

( জার্ম্মান হইতে অনূদিত )

[ রচয়িতা—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে ]

—:*:—

আমি তরবারি। আমি বহ্নি-শিখার রেখা।
তোমাদের আমি পথ দেখায়েছি আঁধারের মাঝে জ্বলি'।
যুদ্ধের সুরু হতে আমি দিই দেখা,
আমি সবার আগেতে যুঝিবার তরে চলি।
মোর চারিধারে পড়ে আছে হের শত শত মৃত সখা।
তবুও আমরা হয়েছি সমর-জয়ী।
মোরা হয়েছি বিশ্বজয়ী।

## মশাল

আমি আর তুমি মায়ের পেটের ভাই,
আমি কলের শ্রমিক, তুমি চাষী হলধর,
দৃঢ় আলিঙ্গ তোমার আমার তাই,
ধনীর পক্ষে বিপদ ভীষণ, মরণ ভয়ঙ্কর।

## আমরা তরুণ

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—অটো উন্‌গার ]

মোরা সে শক্তি যা' ফেনিল দ্বন্দ্বে জীবনের মাঝে রহে।
মোরা সে সাগর যা' আপনার বুকে রঙীন তরীরে বহে।
মোরা সেই রবি যা' রাতের আঁধার ভেদিয়া বাহিরি' আসে,
মোরা বিহঙ্গ-গীতি যে গীতি তরুতে বেজে ওঠে উল্লাসে।
মোরা প্রভাতের সেই প্রথম আলোক যাহা করে ভবিষ্য সূচনা,
মোরা সেই প্রেম যাহা মোদের বুকেতে করে অনন্ত কামনা।
মোরা তারকার সুরে-ভরা সীমাহীন কাল,
মোরা কলঙ্কহীন সম গিরি-শৃঙ্গাল।
বাহিরিয়া আসি বেদনার রাত হ'তে আনন্দে মেতে,
ডাকে আমাদের ফুল্‌কি-ঝরানো জীবন সম্মুখেতে॥
এই জীবনের প্রতিক্ষণে মোরা দীপ্ত, আগুন-ভরা,
ভবিষ্যতের বাহু-বন্ধনে বাঁধা আছি সদা মোরা।

যে কাজই আমরা করি নাকো কেন, যে কাজই হোক না সাধা,
হোক সে যন্ত্র, কারখানা, মোরা নিয়তির পাশে বাঁধা।
মোরা বাঁধা পথ হ'তে প্রতি দিবসের জীবনেরে দিই মুক্তি,
মোদের অন্তরে দেয় এ জগৎ নব শক্তি ও নব যুক্তি।
দৈন্য হইতে জন্মিছে নিতি সংঘাত প্রাণঘাতী,
মোদের গলায় ফাঁস গো পড়ায় মরণ দিবারাতি।
তবু করি নাকো ভয় মরণেরে কভু, মোরা তারে উপহসি,
মোরা অমর তরুণ তখনো যখন মরণ-আঁধারে পশি।

## সর্ব্বহারা

( জার্মান হইতে )

[ রচয়িত্রী—এলা হোভরফ্

—*—

ওরা এদের ভাঙ্গিয়া দিয়াছে ডানা,
এই সুন্দর মরালদলের ডানা।
যুগে যুগে ধরি' শতেক খণ্ডে ভেঙ্গেছে এদের ডানা।
উহারা তোদের বাঁধিয়াছে দাস-ডোরে,
তোদের গর্ব্বিত গ্রীবা বাঁকায়েছে ওরা গুরু ভারে যুগ ধরে।
তোদের শুভ্র পালকে ওদের কলুষ আঁকা,
এবে শকতি-বিহীন তোদের পক্ষ, দৃষ্টি সে ভয়-মাখা।
উহারা তোদের বেদনায় দেছে ভরে,
ওদের আঘাতে তোদের বুকেতে পড়েছে রক্ত ঝরে।

পাশবিক বলে পঙ্কের মাঝে তোদের রেখেছে ডুবিয়ে,
ওদের মারিয়া, পঙ্ক ত্যজিয়া আয় আজ বাহিরিয়ে।
নাহি বিলম্ব, নবীন পক্ষ উঠিছে অঙ্কুরিয়া,
উঠিবে আকাশ ডানাতে মর্ম্মরিয়া।
একদা তাহারা সুদূর আকাশে মেলিবে তাদের ডানা,
এই হংস-বলাকা তাদের লক্ষ ডানা।
তারা লক্ষ পক্ষে মুক্তির পানে করিবে গো অভিযান,
পাখার শব্দে তাদের বিজয়-গান,
ভবিষ্যতের সাগরের বুকে জাগাবে ঝটিকা-তান॥

## লেনিনের মৃত্যু

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—হাঙ্গেরীয় কবি আলাদার কমিয়াট্‌ ]

—*—

মনে হোলো সেই আঘাতে সাংঘাতিক
নিখিল-রক্ত-ধমনী হইল স্তব্ধ আকস্মিক।
তোমা তরে আজ শোক করে হের, অগণিত জনগণ।
এই নিখিলের সূচনা হইতে এত শোক তারা করে নি কাহারো তরে
উদ্বেলি' ওঠে শোক ও বেদনা জনগণ-অন্তরে।
আর তারা?
যাদের চূর্ণ করেছে তোমার লৌহ-মুষ্টি,
করিয়াছে ধূলিসারা,
এবে তাদের বুকেতে নব আশা হয় সৃষ্টি।

বলি বাবুদল, হও তবু হুঁসিয়ার,
লেনিন,—বিরাট পুরুষ, মহান কর্ণধার।
তার হাল-ধরা হাত নির্ভীক, নিশ্চয়।
লেনিনও কিন্তু পূর্ণ করেছে কালের বিধান,
তার বেশী কিছু নয়।
মোদের বুকের শোণিত দীপ্যমান
লেনিনেরই রক্তের সন্তান।
লেনিন—
তারে মরণ নিয়েছে হরে।
আরো হাজার বীরেরা পড়িবে অরাতি-শরে।
শুধু হাজার? মরিবে লক্ষ হাজার বিপ্লব-ব্রত-রত,
কিন্তু রবে যারা তারা বুকে বুকে জুড়ে রচিবে নূতন ব্রত।
হও সহজ—তার মত।
হও চেতন—তার মত।
তার মত—একাগ্নিক।
তার মত—নির্ভীক।
সকল কর্ম্মে তার মত হও ভয়হীন,
যেমন আছিলো লেনিন।

# শুনিস্ কি সেই ধ্বনি

( জার্মান হইতে )

[ রচয়িতা—জোহান ক্লিফ্ ]

শুনিস্ কি সেই ধ্বনি ?
যা' লক্ষ কণ্ঠ হইতে গরজি' ওঠে ?
যা' গভীর বেদনা হ'তে ফুটে বাহিরায়,
যা' দূর হ'তে দূরে আপনে ছড়ায়ে যায়,
যাহা অন্তর-কামনা হইতে ফোটে,
শুনিস্ কি সেই ধ্বনি ?

শুনিস্ কি সেই ডাক ?
যা' গভীর হইতে আপনার পথ কাটে
লক্ষ রূপেতে ?
যা' কারার বাঁধন ছিন্ন করিয়া ফোটে
লক্ষ হাতেতে ?
শুনিস্ কি সেই ডাক ?

শুনিস্ কি পদধ্বনি ?
একতালে তারা পা ফেলিয়া চলে
নগরের পথে পথে।
এই ভুবনের বুক তারা যায় দলে,
জনগণ, পদ-রথে।
শুনিস্ কি পদধ্বনি ?

সেই দলে যোগ দে।
মৃত্যুতে মেশে মানবের চির-অপূর্ণ দীনতা।
দীনতা হইতে, হ'তে চির-সংশয়,
বেজে ওঠে শোনো কর্ম্মের স্বাধীনতা।
নিশ্চয় এবে জয়।
সেই দলে যোগ দে।

## "বিপ্লব খতম্ হয়েছে, বিপ্লব জয়যুক্ত হৌক"

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—হাঙ্গেরীয় কবি আলাদার কমিয়াট্ ]

—•—

দোস্তরা "শাশ্বত" ওই বুর্জোয়াদের পানে
চেয়ে দ্যাখো আর হাসো।
চেয়ে দ্যাখো ওই ধাপ্পাবাজ সোশালিষ্টদের পানে,
মোদের সেরা বীরদের রক্তে রাঙ্গা ওদের হাতের পানে,
চেয়ে দ্যাখো আর হাসো।
চেয়ে দ্যাখো ওই নীতিবাদী, ওই শান্তিবাদীর পানে,
যারা হাতের তেলো হাত্‌ড়ে মরে লোমের সন্ধানে,
চেয়ে দ্যাখো আর হাসো।
হাসো, এস আমরা হাসি
প্রাণ-খোলা সেই হাসি,
যে হাসি শুধু আমরা হাসতে পারি।

আমরা জানি,—
শশক-ল্যাজের চেয়েও ছোটো বুর্জোয়াদের "অনন্ত।'
আমরা জানি—
সোশালিষ্ট তার প্রভুর হাতে প্রহার খেয়ে মরে।
আমরা জানি—
এই নীতিবাদী মিথ্যাবাদীর ভাবনার নেই অন্ত,
কেমন করে
অন্যদের রক্ত চুষে আপনাদের রাখবে গরম করে।
জ্বল্‌ছে বারুদ মোদের জঠর মাঝে
শিরায় মোদের অঙ্গার নিতি জ্বলে।
সারা দুনিয়ার জঞ্জাল রাঁজে
মোদের বুকের তলে।
আমাদের [illegible]ই
যুগব্যাপী দ[illegible]-রেখা।
ছেয়ে[illegible]দেহে
ওদের কশাঘা[illegible] স্মৃতি লেখা।
ফিরিবার পথ রুদ্ধ মোদের তরে।
উৎকণ্ঠা বলো, করুণাই বলো, মোদের কিছুই নাই।
ভাবুনেগিরি, "অনন্ত" ও "নীতি"
ডেমোক্রাসির মন-ভোলানো রীতি,
নাইকো মোদের ও সব কিছুর বৃথা বালাই।
ও সব আমরা বহুদিন আগে ফেলেছি বমন করে।
সর্ব্বহারা দাসের দল,—
মোরা কালের নিয়মে হারায়েছি সব ওরে।
কালের নিয়মে মোরা বিপ্লবীর দল,
যতদিন নাহি শেষ শোধ-বোধ দিতে পারি শেষ করে।

## শ্রমিক-শিশু

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—অষ্ট্রীয় কবি আলফন্স পেট্সোৎল্ড ]

—*—

পাশে পাশে তারা আলোক-পিয়াসী ত্রিংশটি বাতায়ন,
হাঁকে দারিদ্র্য প্রতি বাতায়নে শাস্তির তরে ঘন।
পাংশু, শুষ্ক শিশু-মুখগুলি বাতায়ন-পথে রাজে,
প্রতি শিশু-চোখে এই প্রতিবাদ তীব্র সুরেতে বাজে,
মোরা মহা-আশা-ভরা প্রস্ফুট ফুল বিশ্ব-মানবতার,
ভবিষ্যতের শক্তি-সুষমা[illegible] মোদের সহজ স্বাভাবিক অধিকার
সারাদিন খাটে পিতা[illegible] ঘরে অনাহারে তারা,
মাদের মোদের রুগ্ন [illegible] বলহারা।
বক্ষ মোদের বায়ুর কাঙাল, খোঁজে অন্ন মোদের হাত,
অকাল মৃত্যু আমাদের তরে, চির অভিসম্পাত।
মোদের গলির বাইরে বিশ্ব সব সম্পৎ-ভরা।
হেথা ত্রিংশ আলোক-পিয়াসী জানালা পাশাপাশি চির-দীন,
প্রতি বাতায়ন হ'তে হাঁকে নগরীর মহাপাপ লাজহীন।

## দশ বছরের জার্ম্মান রিপাব্লিক্

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—থিওবাল্ড্ টিগার ]

—❋—

মোরা এবার মাল পত্তর খরিদ করেছি

নীলামেতে, বুঝলে নীলামে,

রাজার দলে মোদের হাতের মুঠোয় বেঁধেছি,

নীলামেতে, বুঝলে নীলামে।

আমরা হচ্ছি রিপাব্লিক্, বুঝলে কিনা ভায়া,

তার বেশী আর বলবো বলো কি গো ?

ওদের যেমন করতে বিশ্বাস তেমনি করে দয়া

মোদের কোরো বিশ্বাস, মিনতি গো।

বলি মজুরনী গো, বাড়লো কি তোর সুখ,

খনির কুলি, সুখ বাড়লো সে কি ?

কারাগারের বন্দী ও ভাই কম্লো কি তোর দুখ,

রিপাব্লিকের কৃপায় তোদের কপাল ফিরেছে কি ?

আমরা হচ্ছি রিপাব্লিক, রেখো মনে সবাই,

নিশান মোদের লোহিত, সাদা, কালো,

রিপাব্লিকের স্থাপকদের ইচ্ছে-অনুযায়ী

রিপাব্লিকের ব্যবসা চালাই ভালো।

এই রিপাব্লিকের অনেক কাজীর হ'তে

কাইসারের কাজী ছিলো ভালো,

বেণের দখল আজকে রাষ্ট্রেতে

আগের চেয়েও অনেক জোরালো।

কাইসারের আমলেতে ছিলো জমীদার,
আজো তারা ঠিক তেমনি আছে,
গীর্জ্জে নিতি বাড়িয়ে চলে পুণ্য সীমা তার,
ঘেঁসে রিপাব্লিকের বুকের কাছে।
সোশালিষ্টদের সাহায্যেতে বজায় রেখেছি গো
কাইসারের অফিসারের দলে,
মোরা এ'বার বিপ্লবের আসর জমিয়েছি গো
বন্ধ ঘরে বাইরে বাদল বলে।
ভাগ্য ভালো তাদের যাদের এমন রিপাব্লিক,
প্রবেশ করো, প্রবেশ-মূল্য পরে দিলেও হ'বে,
দোকানের নাম বদল হলেও আর আছে সব ঠিক,
সেই আগের মালই বেচছি মোরা সবে।

## আমরা গরীব কেন

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—অষ্ট্রীয় কবি কার্ল বেক্ ]

—*—

জাঁক জমকে জন্ম ওদের, হেথায় ওরা বসে,
খেলছে পাশা টাকা নিয়ে মনের সুখে কসে।
আমরা মরি ওদের দ্বারের পিতল-হাতল ঘসে,
ক্ষুধার জ্বালায় দহে,
ক্ষুধার জ্বালায় দহে।

শিকল বানাই, মোদের ওরা বেকার বলে ডাকে
ওরা পান করে মদ, গেলাস ভেঙ্গে কাঁচে মেজে ঢাকে,
ব্যর্থতা আর মরণ মাঝে ডুবিয়ে মোদের রাখে।
এত গরীব কেন মোরা ?
এত গরীব কেন মোরা ?

যবে মোদের ঘরের মেয়ে সুখী হ'বার আশে,
দেয় গো ধরা আপনারে হায় ওদের বাহু-পাশে,
বিক্রয় কোরে মা তার আপন সন্তানে যবে নাশে,
তবে দয়া করে ভগবান !
তবে দয়া করে ভগবান !

বলি, পুণ্যবানেরা পারো নিজেদের ভোজ দিতে প্রাণভরে,
কয়লা, কাঠের গুরু বোঝা মোরা বহি তোমাদের তরে।
তোদের প্রাসাদ সামনে আমরা শীতেতে কেঁপে মরি নিতি ওরে,
তোরা তপ্ত ঘরে সুখে করিস্ বাস,
তোরা সুখে করিস্ বাস।

ওদের রয়েছে জালা-ভরা টাকা, বসে বসে তাই খায়,
মোরা বাঁচি শুধু ওদের বিজয় জানাতে সব জনায়,
ওদের খামখেয়ালী ও বিলাস-লীলার স্তুতি-গান মোরা গাই,
তবে এত গরীব কেন মোরা ?
এত গরীব কেন মোরা ?

মোরা গরীবেরা তাই দিই সবে অভিশাপ বুড়োদের,
হাত জোড় করে বলিতে যাহারা শিখায়েছে আমাদের,—
"যারা দীনের দয়াল ভগবান-হাতে সঁপে দেয় নিজেদের
তাদের সকল বিপদ দূর হয় একেবারে,
তাদের সকল বিপদ দূর হয় একেবারে।"

আমরা খাটি বুকটি ভেঙ্গে, ওরা জমায় ধন,
গীর্জ্জেতে ভিড় কোরে মোরা করি আরাধন,
ধৈর্য্য মোদের অসীম, তাই দুঃখ চিরন্তন,
তাই মোরা দীন হীন,
তাই মোরা দীন হীন।

## বেকার পয়লা ক্লাসের

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—এরিক্ ভাইনার্ট ]

—*—

এরা বেকার, নাইকো কাজ, আছে শুধু টাকা।
শুধু একটি কাজ আছে যা' এদের মনে লাগে,
সেটি হচ্ছে চেক্ বইতে সইটি দিতে বাঁকা,
কিনতে কিছু যখন যাহা খেয়াল মনে জাগে।

টাকার খেলা, সখের খরিদ, এতেই ব্যস্ত তারা।
এই কাজেতেই দিনে রাতে সময় নেই এদের।
এরা পশম কেনে, কেনে এরা তেলের কেনেস্তারা,
কেনে তুলো, কেনে এরা বস্তা বারুদের।

রাত তিনটের আগে এরা যায় না বিছানাতে।
ভাবনা এদের কিছুই নেই, তাইতো ভাবনা এত,
জীবন এদের কাটে শুধু একটি ভাবনাতে,
ফূর্ত্তি, মজা, পোলাও, কাবাব, লুটবে কোথা কত।

আহা, এদের বেকার জীবন বড়ই দুঃখময়।
পোহাতে হয় ধকল এদের, নয় সে নেহাৎ কম,
হাতে এদের এতই সময় যে কিনারা না হয়,
কাটায় সময় কেমনে তার ভাবনা যে বিষম।

রাত্রিদিন কাটায় এরা এমনি ভাবনায়।
আছে কত সোহাগ-ভরা সুন্দরীদের দল,
আছে খেলা ধূলা, মদের আসর, তাইতে সময় যায়,
আছে আরো কত হরেক রকম ফূর্ত্তি-লোটার কল।

কোথায় পেলো এত সময়, এত টাকার তোড়া ?
সারা জীবন বিশ্রামের সকল সুবিধা !
এই দুনিয়ার সর্ব্বহারায় লুট করে খায় ওরা,
লুটের ধনে মেটায় এরা ভোগের চাহিদা।

এ'বার ও ভাই সর্ব্বহারা হও সয়ে তৈয়ার,
এমন দিন আর কতকাল সইবি তোরা সবে ?
সইলে তোরা আপনি রে ভাই হ'বি যে সাবাড়,
শুধু সময়, টাকা লুটে ওরা ক্ষান্ত নাহি রবে।

## সর্ব্বদা বুকে বাজে এমন গুলি

( জার্ম্মান হইতে )

[ রচয়িতা—হফ্‌মান্ ফন্ ফাল্ল্যারস্ লেবেন্ ]

—*—

( হফ্‌মান্ ফন্ ফাল্ল্যারস্ লেবেন্ উনিবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি। এঁর রচিত গান জার্ম্মানীতে প্রসিদ্ধ। তাঁর এই কবিতাটি প্রায় একশো বছর আগে লেখা হলেও বর্ত্তমান ইম্পিরিয়ালিষ্ট জার্ম্মানী সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। শুধু জার্ম্মানী কেন পৃথিবীর অন্যান্য ইম্পিরিয়ালিষ্ট দেশগুলি সম্বন্ধেও এই কবিতা চমৎকার খাটে। প্রাসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব অংশে জমীদারদের প্রভূত প্রতিপত্তি। "প্রাসিয়ার পূর্ব্ব দিকে সূর্য্য ওঠে না," কবির এই শ্লেষ-উক্তি এই জমীদারদের লক্ষ্য করে। )

প্রুসীয় বলতে বোঝায় সেই সে নীতি,
আদর্শ যার বুরোক্রাসীর শাসন,
যুদ্ধ-বিদ্যা, পুলিশ-নিপীড়ন।
এই হচ্ছে এই দেশের রীতি।

অন্য দেশে আছে যেমন একটা পূর্ব্বদিক,
প্রাসিয়াতেও ঠিক
পূর্ব্ব বলে একটি সে দিক আছে,
সূর্য্য যদিও কভুও ওঠে না এই পূর্ব্বের কাছে।
দরিদ্র যে জনা মন্দ ভাগ্য তার,
তার প্রুসিয়-রাষ্ট্রে নাহি কোন অধিকার।
এই রাষ্ট্রেতে অধিকার দেয় তোমার কি আছে তাই,
তুমি নিজে যাহা তার কোনো দাম নাই।

জমকালো সাজ বুরোক্রাট-নয়নে
আজিও তাহার ইন্দ্রজালটি বোনে।
তবু নিশ্চিত জেনো ছিন্ন-বস্ত্র ঘুচাবে এ' অধীনতা।
করিবে সে জয় মুক্তি ও স্বাধীনতা।
আহা মরি, তারা চীৎকার করে কত না উচ্চ স্বরে,
মাতৃ-ভূমির বিপদ সামনে ওরে।
কি ঘন দেশ-প্রেম! তবে আসল কথাটা তার,
নিজেদের ঘোর বিপদ দেখিয়া করে এরা চীৎকার।

এরা নিশ্চয়ই করে জনগণ তরে মুক্তির সব দাবী!
তবে বোঝে আরো ভালো সাজায়ে ধরিতে নিজেদের দাবী ভাবী।
ওরা পড়েছে অনেক, বিদ্যের সীমা নাই,
আয়ত্ত কিন্তু একটি বিদ্যা করেছে এরা সবাই।
সেই বিদ্যাটি হচ্ছে কেমন করে
জনগণে নিতি কোন প্রণালীতে তোলা যায় দাস করে।

যবে জনগণ জাগিয়া উঠিবে ধীরে,
তবে হইবে লুপ্ত বাবুদল সবে অতীতের কালো নীরে।
সময় যে লাগে এই তুনিয়ার সব জঞ্জাল রাশি
শেষ করে দিতে ধুইয়া মুছিয়া, একেবারে নিঃশষি'।
জনগণে এরা শুনায়েছে যুগ ধরি'
একঘেঁয়ে সেই ইতিহাস নিজেদেরি॥
যারা নিজেরা করিবে নব ইতিহাস সৃষ্টি,
কি কাজ তাদের শুনে সব অনাসৃষ্টি?
জাগো! শুধু প্রাণবন্তেরে ডাকে মুক্তির সুর।
জাগো! বহুদিন ধরে ঘুমায়েছো, এবে নিদ্রা করগো দূর।
ইয়োরোপে আসে এই দ্বন্দ্বের দিন।
শিরে শিরে হ'বে সংঘাত সঙ্গীন।
মুক্তি অথবা স্বেচ্ছাচার, এদের তুয়ের মাঝে,
একজন এবে হারাইবে শির, যুদ্ধের ধ্বনি বাজে।

## লেনিন

—*—

এই তুনিয়ার কোটি কোটি সর্ব্বহারার নেতা কে?
সর্ব্বহারায় শিখিয়ে দে'ছে বিপ্লবেরি মন্ত্র কে?
বিপ্লবেরি দীক্ষাগুরু, সত্য সম সুকঠিন,
কে সে? লেনিন।

কে বুর্জ্জোয়াদের বিষ-দাঁতের ভাঙতে সকল শয়তানী,
বিপ্লবেরি হাতুড়ী সে আপন হাতে নির্ম্মাণি',
শিখিয়ে দে'ছে এই ভুবনের নির্য্যাতীত জনে গো,
বিপ্লবের এই হাতুড়ীর ব্যবহারের নিয়ম গো।
বানিয়ে দে'ছে বিপ্লবেরি অস্ত্র কে সে শ্রান্তিহীন ?
কে সে ? লেনিন।

ইম্পিরিয়াল ডাকাতদলের সকল অভিসন্ধি,
জনগণে দেখিয়ে দে'ছে কে পিশাচের ফন্দি ?
কে এই ডাকাতদলের মৃত্যুবাহী বিপ্লবের মৃত্যু-বাণ
শিখিয়ে দে'ছে সর্ব্বহারায় করতে অরির বুক নিশান' ?
কার নিশানা ব্যর্থ না হয়, কার সে আঁখি ভ্রান্তিহীন ?
কে সে ? লেনিন।

কে স্বদেশ-প্রেমিক বাবুদলের দেশ-প্রীতির মর্ম্মটি
বিশ্ব-জোড়া জনগণে বুঝিয়াছে তার অর্থটি ?
আপন দেশের জনগণের রক্ত-চোষার ব্যবস্থা,
প্রতি দেশে ন্যাশানালিষ্ট চায় সে সুযোগ অবস্থা।
এই স্বদেশ-প্রেমের খোলস-ঢাকা ডাকাত দলের রূপ আসল,
খোলস ভেঙ্গে জনগণে দেখিয়ে দে'ছে কে সে বল্ ?
ধাপ্পা চুরীর ভাঙতে খোলস কার সে ছুটি হাত প্রবীণ ?
কে সে ? লেনিন।

বুর্জ্জোয়াদের চর রূপেতে গণ-আন্দোলনেতে,
সোশ্যালিষ্ট সে বিপ্লবেরে ঠেকায় পরাণ-পণেতে।

ডেমোক্রাসীর ছড়া গেয়ে ঠকায় জনগণে, হায়,
সর্ব্বহারার স্বার্থে বলি দেয় সে বাবুদলের পায়।
মুখে সাম্যবাদের বুলি, সোশালিষ্ট্ সে বাবুর চর,
কে সর্ব্বহারায় করে দে'ছে সতর্ক গো তাদের পর?
কে বজ্ররবে জানিয়ে দে'ছে এই দুনিয়ার লাঞ্ছিতে
"সবার বাড়া শত্রু তোদের সোশালিষ্ট্ সে রাখ্ চিতে।
"বান্ধবেরি ছদ্মবেশে শত্রু এরা তোদের রে,
"তোদের মাঝে পশে এরা দাবিয়ে রাখে তোদের রে।

"বুর্জ্জোয়াদের চর সোশালিষ্ট, সর্ব্বহারা হুঁসিয়ার,
"এদের বুকে ঠুকতে হ'বে হাতুড়ী তোর হাতিয়ার।"
কে সর্ব্বহারার চলার পথে সোশালিষ্টদের চোর-কাঁটা
ঝেঁটিয়ে দি'তে সর্ব্বহারার হাতে বিপ্লবের ঝাঁটা
তুলে দে'ছে বারে বারে বিপ্লবের পথের পর,
কে বিপ্লবের কঠিন পথে সর্ব্বহারার এক দোসর?
কে সর্ব্বহারায় মুক্তি-পথে চালিয়ে নে' যায় রাত্রিদিন?
কে সে? লেনিন।

অহিংসদের অহিংসারি নামাবলীর ঢঙ খুলে
গুপ্ত ছোরা কেমন করে লুকোয় তারা তার মূলে,
দেখিয়ে দে'ছে এই পৃথিবীর শোষিতদের বারম্বার,
বুঝিয়ে দে'ছে জনগণে আসল মর্ম্ম অহিংসার।
আগুন-জ্বালা রবে কে গো সর্ব্বহারায় ডেকে কয়,—
"শোন্, বাবুদলের পায়ের পরে অহিংসদের শির লুটয়।

"এই অহিংসরা বাবুদলের লুটের হিংসা সমর্থায়,
"তোদের ফসল লুটে নিয়ে ভোগ করে সব শত্রু খায়।
"সেই শত্রুদেরি হিংসা লুটের এরা মহান সমর্থক,
"শুধু তোদের বেলায় চেঁচায় এরা "হিংসা সে পাপ", অনর্থক।
"বাবুদলের প্রাণ বাঁচানো এই অহিংসার অর্থ গো,
"বাবুদলের প্রসাদজীবি এই অহিংসদল যে গো।
"এই অহিংস ব্যাধের জালে দিসনে ধরা সর্ব্বহারা।"
কার সে বাণী নির্য্যাতীতের পথের মশাল আগুনপারা?
কে বিপ্লবের অগ্রদূত, দেখিয়েছে পথ নিদ্রাহীন?
কে সে? লেনিন।

এই দুনিয়ার একটি দেশে বাবুর দলে মৃত্যু হেনে
অত্যাচারের শিকল ছিঁড়ে মুক্তি পৌঁছে জনগণে,
কার নির্দ্দেশেতে সেই দেশের শ্রমিক কৃষক করলো জয়,
বুর্জ্জোয়াদের পায়ে দলে চোরের দলে করলো লয়?
কার নির্দ্দেশেতে শ্রমিক-কৃষক গড়ছে নতুন জগৎখান,
কার নামের উচ্চারণে বাবুরা সব কম্পমান?
কার নামের উচ্চারণে সর্ব্বহারার বুকের মাঝ,
গর্জ্জে ওঠে বারে বারে বিপ্লবের রুদ্র বাজ?
প্রতিশব্দ বিপ্লবের, কার সে নাম মৃত্যুহীন?
কে সে? লেনিন।

কে এই দুনিয়ার নির্য্যাতীতে বলছে ডেকে "শোন্ তোরা,
"যে পথ আমি দেখিয়ে গেছি সেই পথেতে চল তোরা।

"মুক্তি পা'বি, মানুষ হ'বি, রইবি না আর বাবুর দাস,
"তোদের ফসল বাবুর দলে পারবে না আর করতে গ্রাস।
"নূতন জগৎ গড়বি তোরা শোষণ যেথা ধর্ম্ম নয়,
"ধর্ম্ম নামে চোষে নাকো ভায়ের খুন ভাই যেথায়,
"বিশ্বজোড়া নির্য্যাতীত, সবল পায়ে এগিয়ে চল্,
"বাবুর দলে মৃত্যু হেনে এই ছুনিয়া কর দখল।"
এই নিখিলের আঁধার-দাহী কার সে বাণী ভয়হীন?
কে সে? লেনিন।

৬ই মে, ১৯৩২

## মস্ক্ভা

—:*:—

রূপ নিয়েছে বিপ্লবের অগ্নি-শিখার কোন্ নগরী?
কোন্ নগরী এই ছুনিয়ায় যোগায় আগুন বিপ্লবেরি?
বিপ্লবেরি আগুন-জ্বালা কোন্ নগরীর দীপ্ত শোভা?
কোন্ নগরী? মস্ক্ভা।

কোন্ নগরীর নামে কাঁপে এই ছুনিয়ার বাবুর দল,
বুর্জ্জোয়াদের মরণ-দূতী সেই নগরী কোথায় বল্?
কোন্ নগরীর পাপ দাহিকা অতুল শোভা?
কোন্ নগরী? মস্ক্ভা।

কোন্ নগরী বিরাট দেশের রিপাব্লিকের কল্জে সে ?
শ্রমিক, কৃষক রিপাব্লিক শাসন করে কোন্ দেশে ?
যে দেশে আর বাবুর দলের আদবেতেই চিহ্ন নাই,
বিপ্লবেতে ঝেঁটিয়ে দে'ছে পাঁকের কেঁচো বুর্জ্জোয়ায়।
অন্য দেশের বুর্জ্জোয়ারা থাকে সেথায় গুটিয়ে ল্যাজ,
সর্ব্বহারার আদেশ মত মুখটি বুজে করছে কাজ।
সেই বিরাট দেশের রিপাব্লিকের কল্জে বল কোন্ নগরী ?
যেথায় বসে শ্রমিক, চাষী চালায় রিপাব্লিক-তরী।
কোন্ নগরী চূর্ণিয়াছে বুর্জ্জোয়াদের গর্ব্বশোভা ?
কোন্ নগরী ? মস্কভা।

গির্জ্জা, পুরোত, পাণ্ডাদলের ব্যবসাদারী
নিঃশেষেতে শেষ করেছে কোন্ নগরী ?
কোন্ নগরী বাবুদলের পরম সহায় পুরোতদলে,
শেষ করেছে সর্ব্বহারার পায়ে দলে ?
ভগবানের ব্যবসা কোরে পুরোত সবে
আপন ঘরে কাঁচকলা, ঘি ভরতো সবে।
ভগবানের জুজুর ভয়ে সর্ব্বহারায়
রাখতো টিপে বড়লোকের পায়ের তলায়।

বিপ্লবেরি শিখার আলোয় কোন্ নগরী
ভগবানের জুজুর ভয়ে কাঁপতো যারা থরহরি,
সেই জনগণে দেখিয়ে দে'ছে আলো জ্বেলে আঁধার দলে
গীর্জ্জের সেই অন্ধকারে নেই ভগবান, বাদুড় ঝোলে।

সেই অন্ধকারের জুজুর ভয় দেখিয়ে যারা জনগণে
রাখতো নীচে দাবিয়ে যাতে শুষতে পারে প্রাণপণে
সেই চোর পুরোতে, পাণ্ডাদলে ধুয়ে মুছে শেষ করেছে,
কোন্ নগরী বিপ্লবেরি আগুন দিয়ে নিকিয়ে দে'ছে ?
শেষ করেছে ভগবানের ব্যবসায়ী সেই পুরোত-সভা,
কোন্ নগরী ? মস্কভা ।

এই দুনিয়ার বিপ্লবীদের আস্তানা সে বল্ কোথায় ?
কোন্ নগরী ঘাতক হ'তে বিপ্লবীদের প্রাণ বাঁচায় ?
বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের কারখানা সে কোন নগরী ?
কোন্ নগরী সর্ব্বহারায় অস্ত্র যোগায় মারতে অরি ?
কোন্ নগরীর নাম শুনিলে বুকের শোণিত বিপ্লবীর,
চাঁদের টানে ঢেউয়ের মত তপ্ত উছল, হয় অথির !
কোন্ নগরী বিপ্লবের রক্ত-করবীর সম
এই দুনিয়ার বৃন্তপরে শোভে অতুল নিরুপম ?
কোন্ নগরী সর্ব্বহারার মনোলোভা ?
কোন্ নগরী ? মস্কভা ॥

৮ই মে, ১৯৩২ ।

## জার্ম্মান রিপাব্লিক্

—✱—

যে জানে না এই দুনিয়ার সেরা রিপাব্লিক্
যেথায় রাজে ডেমোক্রাসী, তারে শত ধিক্,
উচিত ছিলো জানা তার ভয়েচ্ রিপাবলিক্।
পূর্ণ ডেমোক্রাসী হেথায় রাজে কেমনতর
সোজা কথায় বাখানিবো, একটু ধৈর্য্য ধরো।
হেথায় রাজা বলে পদার্থ নেই, অর্থাৎ কিনা রিপাব্লিক্,
খুনী রাজা পালিয়ে গেছে, সেইটেই তো স্বাভাবিক।
তবু মানুষ সে তো, নরভক্ তায়, জার্ম্মানীর নন্দন,
মরবে বেটা অনাহারে, বুক যে করে টন্‌টন্।
ডেমোক্রাসীর অঙ্গহানি হ'বে যে তায় সুনিশ্চয়,
রিপাব্লিকের মালিক যারা তাদের কি গো এ দুখ সয় ?
অন্য দেশে ঘটে যখন বিপ্লবেরি কাণ্ডটি,
তখন রাজার মাথা লুটোয় ধূলোয় সম মাটির ভাণ্ডটি।
ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়াতে বিপ্লব যেই ঘটলো আর
রাজার মাথা শূলের মাথায় বাহার দিলো চমৎকার।
তবে তাদের জানা ছিলো না তো ডেমোক্রাসীর মহিমায়,
তাই তাদের নজির টেনে বৃথাই কাগজ করা অপব্যয়।
ডেমোক্রাসীর মালিক যাঁরা জার্ম্মানীর এই রাষ্ট্রেতে,
তাঁরা দেন নাকো হাত কারো মাথায় কিম্বা বিষয়-সম্পদে।

থুরি, থুরি, একটু হলেই করেছিনু মস্ত ভুল,
রিপাব্লিকের কর্তাদের হতেম তবে চক্ষু-শূল।
মাথায় হাত দেন বৈকি, তবে বড়লোকের মাথায় নয়,
ধনীর পায়ে তৈল ঘষেন, দীনের মাথায় হাতের জয়।
বিষয় বেলা একই কথা, ধনীর বিষয় ছোঁয় না হাত।
দীন দুঃখীর বেলায় সে হাত ছিনায় তাদের দুখের ভাত।
পূর্ণ ডেমোক্রাসীর চোখে সবাই সমান দুনিয়ায়,
ধনী, গরীব প্রভেদ করা, সে কি কভু শোভা পায় ?
তাই খুনী রাজা দূরে বসে লুটছে দেশের অর্থ সে,
তার মাথা, টাকা দুই বেঁচেছে ডেমোক্রাসীর কৃপায় সে।
লক্ষ বেকার পায় না খেতে, উপোস করে মরছে গো,
কাজ চাইলে ডেমোক্রাসীর যষ্টি পড়ে পৃষ্ঠে গো।
চাইলে অন্ন ডেমোক্রাসীর গুলি ঝরে মাথার পর,
প্রভেদ আছে কয় যাহারা নয় কি তারা ঘোর ইতর ?
কিন্তু খুনী রাজা, রাজার ছেলে, রাজার খুনী গুণ্ডাদল,
ডেমোক্রাসীর দাতব্যেতে পেটটি ভরায় সদলবল।
খুনী রাজার সেনাপতি রিপাব্লিকের কর্ণধার.
ডেমোক্রাসীর আদর্শ গো তার তুলনায় মেলা ভার।
আপন মত প্রকাশিতে সবার সমান অধিকার,
হাম্বা করে জানায় সবে রিপাব্লিকের কর্ণধার।
এনার্কিষ্ট, সোশালিষ্ট, ফ্যাসিষ্টরা সব চোরের দল,
জনগণের রক্ত শুষে বাড়ায় যারা বুকের বল,
তারা দিন দুপুরে পথের পরে খুন করে দীন মজুরে,
তাদের মত-প্রকাশের এই বিধিতে সম্মতি দেন হুজুরে।

কিন্তু যদি কমুনিষ্ট সে'করে খুনের প্রতিবাদ,
যদি সভা করে জানায় তারা জনগণের মনের সাধ,
যদি বলে তারা লক্ষ লোকে মরে ক্ষুধার জ্বালাতে
ডেমোক্রাসী, হাত ভরে দাও ধনীর টাকার জালাতে,
তখন আপন মত প্রকাশিবার সবার সমান অধিকার,
রিপাব্লিকের কর্ত্তা সবে টীকা করেন অন্য তার।
অন্য দেশের কমুনিষ্ট সে থাকতে যদি চায় দেশে,
শোষণ, পীড়ন দেখতে হ'বে মুখটি বুজে, সব হেসে।
কিন্তু খুনীর অধম হিট্‌লার সে যদিও নয় জর্ম্মণ,
রিপাব্লিকের বুকে কিন্তু জুতো ঠোকে শর্ম্মণ।
তবুও কিনা ধনীদলের, ডাকাতদলের পাণ্ডা সে,
তাই রিপাব্লিকের মুরুব্বিরা জুতোর ঠোকা সয় হেসে।
আসল কথা হচ্ছে কিনা জুতোর ঠোকা যায় সওয়া,
নিজের দলের লোকের জুতো বুকের পরে যায় বওয়া।
রিপাব্লিকের কর্ত্তাদলে হিট্‌লারেতে প্রভেদ কি ?
এক জাতেরি সাপ যে এরা, ফোঁসফোসালে হবে কি ?
তাই বাইরে যতই ঝগড়া করুক, জানে এরা অন্তরে
স্বার্থ এদের একই, জপে সবাই চুরির মন্তরে।
বুর্জ্জোয়াদের রিপাব্লিকের পরম সেরা রিপাব্লিক্‌,
এই জগতে হচ্ছে জেনো জার্ম্মানীর রিপাব্লিক। *

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

* জার্ম্মানীতে হিট্‌লারের ফ্যাসিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'বার প্রায় বছর খানেক আগে এই কবিতা লেখা।

# ডেমোক্রাসী

মানুষের ঘোড়দৌড় হয় বুর্জোয়াদের সমাজে
ঘোড় দৌড়ের মাঠে পূর্ণ ডেমোক্রাসী বিরাজে।
সবাই সমান সমাজের ঘোড়দৌড়ের মাঠে,
জিততে বাজী যে কেউ পারে, যদি সে ঠিক খাটে।
কারো হয়নি আহার সারাটি দিন, ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলে,
কেউ চব্য চোষ্য আহার করে ঘুমোয় শয্যাতলে।
কারো বুকের রক্ত জল হয়েছে অভাব-তাড়নায়,
কেউ দীনের রুধির লুট করে খায়, ফোলে জোঁকের প্রায়।
কারো রুগ্ন শিশুর দুধ জোগাতে পাকে মাথার চুল,
কেউবা শ্যাম্পেনেরি বোতল ওড়ায় আনন্দে মশ্‌গুল।
কেউবা শীতে কষ্টে মরে বস্ত্র বিনা হায়,
কারো বিনা গরদ, তসর বাঁচাই মহা দায়।
জগৎজুড়ে এ দুই দল রয়েছে আজি ছেয়ে,
একের ভরা উদর, মরে অন্যে খাবি খেয়ে।
বুর্জোয়াদের সমাজের ঘোড়দৌড়ের মাঠে।
এ' দুই দলে জিততে বাজী নিত্য এসে খাটে।
জিতবে কারা, আছে কারো সন্দেহ কি তায়?
সে তো জানাই আছে, তবুও তারা খেলার তো সুখ পায়!
এ তো খেলাই রক্ত-শোষা বুর্জোয়াদের তরে,
জয়ী তারা অনেক কালই, তাই এ' খেলা করে।

তারা লুটে নেছে এই দুনিয়ার সকল ধনরাশি,
তার পরেতে বাজায় তারা ডেমোক্রাসীর বাঁশী।
বলে তারা সবাই সমান, বুদ্ধি যদি থাকে
উঠ্‌বে ঠেলে নিশ্চয়ই, আটকে কেবা রাখে?
বুর্জ্জোয়াদের ডেমোক্রাসীর মর্ম্ম হোল তাই,
গোড়ার গলদ ঢাকে দিয়ে ডেমোক্রাসীর ছাই।
গোড়ায় আছে জুয়াচুরী সেইটে দিতে ঢাকা,
দরকার যে বুর্জ্জোয়াদের ডেমোক্রাসীর ঢাকা।
গোড়ায় হেথা অসমতা, ডেমোক্রাসীর ঢঙ,
সেথায় শুধু ধাপ্পা, ফাঁকি, লোক-ঠকানো সঙ।
দূর করে দাও সবার আগে গোড়ার অসমতা,
ঘোচাও আগে ধনী, গরীব ভেদের বর্ব্বরতা।
বন্ধ করো দীনের বুকের রক্ত-চোষার পালা,
চোরাই মাল নাও গো আগে ভেঙ্গে ধনীর তালা
যবে সবার হ'বে সবার যা' তায় সমান অধিকার,
তবে সত্য হ'বে লোক-সমাজে সত্য সমতার।
গোড়ায় যবে অসমতা তখন ডেমোক্রাসী,
বড়লোকের ধাপ্পা শুধু, দুখীর গলার ফাঁসী।

৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

## ওদের মুখের "অনন্ত" "সৌন্দর্য্য" ও "প্রেম"

—*—

ওদের মুখে শুনি যখন অনন্তের বুলি,
গুলিয়ে ওঠে তখন মোদের পেটের নাড়ীগুলি।
বমি চাপা তখন মোদের হয় যে বিষম দায়,
ইচ্ছে করে করতে বমি অনন্তের গায়।

ওদের মুখে শুনি যখন সৌন্দর্য্যের ছড়া
ঘেন্নাতে গো সারা দেহ হয় যে তখন ভরা।
ইচ্ছে করে ওদের মুখের সৌন্দর্য্যের পরে
মোদের এঁটো মুখে কুলকুচি দিই করে।

ওদের মুখে প্রেমের বাণীর খৈ সে যখন ঝরে,
তখন কালিঝুলি, ময়লা যেন বৃষ্টি হ'য়ে পড়ে।
ইচ্ছে করে ড্রেণের কাদা জুতোর ডগা দিয়ে
ওদের প্রেমে মনের সাধে নিকিয়ে দিতে নিয়ে।

অনন্ত, সৌন্দর্য্য, প্রেম, শব্দ সে গালভরা,
ওদের মুখে ধাপ্পা, চুরী, মিথ্যা আগাগোড়া।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২।

## নীল-শোণিতওয়ালার দল

( ব্লু-ব্লাড )

—*—

রক্ত এদের বেদম নীল, এঁরা যে গো বনেদী ঘর,
এঁদের গোয়াল ভরা টাকার খড়ে, চিবোন বসে টাকার খড়,
এঁরা সবাই মহাপুরুষ, বনেদী ঘর।
রক্ত সে নীল গর্ব্বে তারি বেড়ান এঁরা ফুলিয়ে বুক,
বড় লোকের চিহ্ন যে গো নীল শোণিত, তার কি সুখ !
চামড়া এঁদের পাৎলা এত, এতই নরম চামড়া সে
যে চামড়া ফুটে নীল শিরারা বের করে মুখ ক্যাকাশে।
সেই নীল শিরাতে বইছে এঁদের রক্ত সদাই ঘোর সুনীল,
গর্ব্বে তারি ব্লু-ব্লাড এঁদের আনন্দেতে মত্ত দিল্।
এঁদের শোণিত নীল যে হ'বে ন্যায়ের বিধান ঠিক তো তাই,
অসীম যা' তার বর্ণ যে গো গভীর সুনীল, নয় কি তাই ?
যথা দেখ আকাশ সুনীল, সুনীল সাগর অকূল সে,
মেটারলিঙ্কের নীল পাখীটি সেও অসীমের প্রতীক সে।
এঁরাও যে গো অসীম-সেবক সন্দেহ নাই তাইতে গো,
অসীম লোভের লালসারি পূজারী যে এনারা গো।
অসীম কিছু হ'লেই হোল, আসল কথা তাই না কি ?
মন্দ, ভালো মনের ধাঁধা, ধাঁধায় মোদের কাজটা কি ?
রক্ত এদের বিষিয়ে গিয়ে নীলিয়ে গেছে কোন কালে,
ধাপ্পা চুরীর ধুঁতরো বিষে রক্তে এদের নীল ঢালে।
বুকটি ভরা হলাহলে, মিথ্যা কথার কূট বিষে,
নীল হ'য়েছে রক্ত এদের অসত্যেরি রঙ মিশে।

শবের রঙ সে ক্রমে ক্রমে নীলাভ হয় মরণ পর,
এরা যে সব জ্যান্ত শব, রক্ত এদের নীল জবর।
এই শবের দল লুটছে আজি এই দুনিয়ার সকল সুখ,
এই কবন্ধদের অট্টহাসি কাঁপায় নিতি ধরার বুক।
এই শবের দলে থেঁৎলে দলে জ্যান্ত ধরায় যা' কিছু,
এই পিশাচদলের পায়ের তলে ভুবন করে শির নীচু।

এই নীল শোণিতের বনেদীরা তুচ্ছ করেন মোদের গো,
মুখ বেঁকিয়ে করেন এঁরা পচা খুনের বড়াই গো।
ভিতর এদের যতই পচে, রক্তে যতই দুর্গন্ধ,
ওষ্ঠে ততই বড়াই ফোটান এই বাবুর দল কবন্ধ।
ঢাকাই ধুতির জরীর পাড়টি ছিঁড়ে পরেন বাবুর দল,
নইলে নরম গায়ে ব্যথা যে পান, চামড়া এঁদের কি কোমল!

মাখনমাড়া ঘিয়ে যদি ভেজাল থাকে একটুও,
গলা এঁদের কুটকুটয়, মহত্ব কি কম সেও!
পেটটি মোটা, বুকটি সরু, পা দুখানি লিকলিকে,
এনরা যে গো মহান অতি, ভুল যেন না হয় ঠিকে।
মার্ এদের, এই বনেদীদের বুকের পরে মৃত্যু হান্,
মোদের লাল শোণিতের বাণটি জুড়ে এদের বুকে কর্ নিশান'।

আমরা কিনা ছোটলোক, আমরা কিনা সাধারণ,
তাই রক্ত মোদের গভীর সে লাল, নয় সে শোণিত নীল বরণ।
লাল শোণিত, লাল শোণিত, মোদের বুকের শোণিত লাল,
মোদের রক্তে আঁকা লাল নিশান, ছোঁয় সে উর্দ্ধে আকাশ ভাল।

মোদের লাল শোণিতে বাজ্‌ছে রে শোন্‌ ভবিষ্যতের দীপক তান,
মোদের লাল শোণিতে উঠ্‌ছে ফুটে ভবিষ্যতের মহান ধ্যান।
মোদের লাল শোণিতে চরণ ফেলে আস্‌চে মুক্ত মানব রে,
মোদের লাল শোণিতে মশাল জ্বেলে আস্‌চে মানব-পথিক রে।
এই লাল শোণিতের মশাল দিয়ে জ্বালা ওদের,
ওরে জ্বালা এ'বার নীল শোণিতের বোনেদীদের।
মোদের বুকে টগ্‌বগিয়ে উঠ্‌ছে ফুটে শোণিত লাল,
সেই তপ্ত ঢেউয়ে চুবিয়ে ওদের কর্‌ সাবাড়, কর্‌ নাকাল।
ওদের পচা বুকের নীল শোণিত দে ঢেলে রে নর্দ্দামায়,
ওদের ঠোঁটের কোণের মিথ্যা হাসি শেষ করে দে মুগুর ঘায়।
ওদের কাল্‌চারেরি মিথ্যা ঢঙের শেষ করে দে এ'বার খেল,
ওদের মুঠো ফুটো করে চুঁইয়ে দেরে ভোগের তেল।
ভুলিস্‌ নে, ভুলিস্‌ নে, এই বাবুর দলে ভুলিস্‌ নে ভাই,
মনের মধ্যে জপ্‌ সদাই,
"এঁরা হচ্ছেন বড়লোক গো, যাকে বলে বনেদী ঘর,
এঁদের গোয়ালভরা টাকার খড়ে, ছিরোম বসে টাকার খড়,
এঁরা সবই মহাপুরুষ, বনেদী ঘর।

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩২

# অনন্তের কারবারী।

—:*:—

প্রতিদিনের দুখের কথায় জানিস্ তোরা ওদের ভারী,
ওদের সময় কোথা সে সব তরে? ওরা অনন্তের কারবারী।
সারাটি দিন কাটে ওদের অনন্তের সন্ধানে,
সেই হাতড়ে ফেরার পরম দুঃখ যে জন ভোগে সেই জানে।
নেহাৎ বাধ্য হোয়ে কোরতে গো হয় দিনের যে সব কাজগুলি,
ওরা সে সব কাজ সেরে ফেলে একেবারে যায় ভুলি'।
সকাল বেলা চাকর আনে মোহনভোগ আর গরম চা,
নিমেষেতে শেষ হয়ে যায়, নইলে কি গো যায় বাঁচা!
কিন্তু পরক্ষণেই আত্মা ওদের চায়ের কথা যায় ভুলে,
খাওয়া পরার তুচ্ছ কথা রাখবে প্রাণ-কোটায় তুলে?
এমন ছোট মন নয় গো ওদের জেনো সুনিশ্চয়,
অনন্তের ঝোড়ো হাওয়া আত্মার উপর নিত্য বয়।
সেই ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাটিয়ে ফ্যালে তুচ্ছ দিনের জঞ্জালে,
তাই তো ওরা নয়কো বদ্ধ খুটিনাটির বদ জালে।
মোরা প্রতিদিনের জীবনখানির খুটিনাটির নাগপাশে
বদ্ধ থাকি, তাই পাই না মোরা অনন্তের সুবাসে।
তাই অনন্ত সে মোদের উপর আদবেতেই নয় খুশী,
পেটের ভাত জোগায় নাকো অনন্ত গো তাই রুষি'।
বাড়া ভাত তাদের তরে যারা খোঁজে অনন্তে,
সময় কোথায়? তাই অনন্ত অন্ন যোগায় দিন-অন্তে।

প্রতি দুপুর নিয়ম মাফিক বাড়া ভাতের থালাটি,
অনন্ত সে যোগায় ওদের ঘন দুধের জামবাটি।
দৈবক্রমে হোতো যদি ভাতের থালা অন্তর্ধান,
অন্য কেউ সুযোগ বুঝে দিতো যদি থালায় টান,
তবে অনন্তের পূজারীদের অন্তরেতে পড়তো হাঁক,
ব্রহ্মা তখন ভাতের থালার তরে পেটে দিতেন ডাক।
অন্ন ব্রহ্ম এই কথাটির মর্ম তখন বুঝতো গো,
অনন্তের খোঁজের আগে ভাতের খোঁজে ছুটত গো।
তখন ওরা এই জীবনের প্রতিদিনের দুখের ডাক,
এড়িয়ে যেতে পারতো নাকো খালি পেটে সিঁটকে নাক।
আজকে ওরা ভরা পেটের উত্তাপেতে দেখায় ঝাঁঝ,
আজকে ওদের পোলাও লুচির কল্যাণেতে খুস্ মেজাজ।
আজকে ওরা ভরা পেটে অনন্তের কারবারী,
জমিদারী থাকলে জমে জবর সকল দিলদারী।
এ'বার সময় ঘনিয়েছে গো অনন্তের ব্যবসাদার,
তোমাদের অনন্তের দেহ হ'তে ঝরবে এ'বার মেদের ভার।
তোমাদের অনন্তের পেটটি চিপে চুঁইয়ে দেবো প্রাণভরে
পোলাও, লুচির ঘি এতকাল জমিয়েছো যা' যুগ ধরে।
তখন তোমাদের অনন্তের ফুটবে মুখে অন্য বোল,
তোমরা অনন্তের পূজারীরা পিটবে তখন অন্য ঢোল।
সেই অন্য সুরের তাল তোমাদের শিখিয়ে দেবো, ধৈর্য্য ধর,
সময় তারি ঘনিয়েছে গো, একটুখানি সবুর কর।

৩রা মে ১৯৩২।

# মানব-প্রেমিক

সকল মানবে ভালবাসে বলে যারা
ও ভাই সর্ব্বহারা,
সেই মানব-প্রেমিক শত্রু তোমার, ভালবাসা ফাঁদে তার,
ধরা যেন নাহি কোনমতে পোড়ো, থেকো সদা হুঁসিয়ার।
দীনে ও ধনীরে সম ভালবাসে এ' কথা যে জন কয়,
সে ভালবাসে শুধু ধনীরে, এ' কথা জেনে রেখো নিশ্চয়।
অন্য লোকের রক্ত না শুষে ধনী হওয়া নাহি যায়,
অন্য লোকের শ্রমের ফসল লুটে তবে ধনী খায়।
ধনীরে যে জন ভালবাসে, সে গো এ চুরী সমর্থায়,
সে গরীবের বুকে ধনীর ছুরীর নিয়ত সাফাই গায়।
জমীদারে আর গরীব চাষীরে সম প্রেম করে যারা,
নিশ্চিত শুধু জমীদার লাগি প্রেমে গদগদ তারা।
জল্লাদে আর বধ্যেরে যে গো একই প্রেম-ডোরে বাঁধে,
নিশ্চয় শুধু জল্লাদ লাগি' তার "মহা-প্রাণ" কাঁদে।
ধনী, দরিদ্র, খাদ্য, খাদক, শিকার ও শিকারী দোঁহে
উভয়েই যে গো ভালবাসে, সেই প্রেমিকের প্রেম-মোহে
পোড়ো না কিছুতে, সর্ব্বহারারা, তাদের এড়ায়ে চোলো।
কাহাদের পরে তাহাদের প্রেম, সবারে বুঝিয়ে বোলো।
লাঞ্ছিত, দীন, নির্য্যাতীতের প্রতি এই ভালবাসা,
জেনো নিশ্চয় মিথ্যা সে ঢঙ, ফাঁকি সে সর্ব্বনাশা।

এই মেকী ভালবাসা-জল ঢেলে তারা লাঞ্ছিত-বুকতলে
বাবুর বংশ ধ্বংস করিতে যে শিখা উঠেছে জ্বলে,
সেই বিপ্লব-শিখা নিবাবার তরে নিয়ত চেষ্টা করে,
বুর্জ্জোয়াদের বাঁচানোর কাজ করে এরা যুগ ধরে।
যবে দেখিবে কেহই প্রেমের ধাপ্পা-জালেতে পড়ে না ধরা,
তখন দেখিবে প্রেমিকের রূপ বদলাবে কত ত্বরা।
তখন দেখিবে মানব-প্রেমিক নামাবলী-তলা হ'তে
লুকোনো থাবাটি বাহির করিয়া বুকে চাবে বিঁধাইতে।
দীনের রক্ত নিত্যই ওরা খেয়ে থাকে কলে, বলে,
শুধু প্রেম-নামাবলী গায়ে ঢাকা দিয়ে ভুলোয় মোদের ছলে
এই নকল মানব-প্রেমিক দলের মিথ্যা হট্টগোলে
ভুলিস্ নে পথ সর্ব্বহারারা, ওদের বুলিতে গলে।
এই মেকী প্রেম নয় সত্যি যে জন গরীবেরে ভালবাসে,
কোটি কোটি লোক মরিছে ধনীর পেষণেতে উপবাসে,
যে লক্ষ কোটিরে ভালবাসে মেকী প্রেমের ঢঙেতে নহে,
ধনীর জন্যে তার প্রাণে কভু প্রেমের জোয়ার বহে ?
বিরাট ঘৃণায়, পুণ্য ক্রোধেতে তার বুক সদা জ্বলে,
ধনীরে সে চাহে চূর্ণ করিতে বিপ্লব-শিলাতলে।
সত্য মানব-প্রেমিক সে জন, তার ভালবাসা খাঁটি,
বিশ্বের সব নির্য্যাতীতেরা, চলো তার সাথে হাঁটি'।

৯ই মে, ১৯৩২

# আর্টের তরেই আর্ট

( Art for art's sake )

—*—

বলি ওগো কবি, শিল্পী ওগো, দোঁহে গো প্রাণভরে,
চালাও এ'বার কলম, তুলি, নির্য্যাতীতের তরে।
এতদিন তো লিখ্‌লে, কবি, প্রেমের মরম-দুখ,
শিল্পী ওগো আঁকলে শুধু বাদ্‌শাজাদার মুখ।
এতদিন তো বাদ্‌শা, আমীর ওম্‌রাওদের মন,
কাব্য দিয়ে, ছবি দিয়ে করলে গো অঙ্কন।
এ'বার কবি, শিল্পী ওগো, লক্ষ লোকের দুখে
আগুন করে ফোটাও এবে কলম, তুলির মুখে।
কবি, শিল্পী উভয়েতেই মাথা নাড়েন ঘন,
কহেন, এ' পাপ কথা শুন্‌লে জাগে দেহে শিহরণ।
আমরা কি গো ক্ষতি করতে পারি সাহিত্যের,
পারি কি গো করতে ক্ষতি কলার লালিত্যের ?
শিল্প, কলা, সাহিত্য আর লক্ষ লোকের মুক্তি
দুয়ের মাঝে যোগ সে কোথায় ? কেমনতর যুক্তি ?
কাব্য বলো, শিল্প বলো, নৃত্য কিম্বা গান,
উদ্দেশ্য তাদের তারাই, করো অবধান।
আর্ট হচ্ছে আর্টের তরে, জীবন তরে নয়,
উদ্দেশ্য তার অন্য হোলে আর্ট তারে না কয়।"

* * * * * *

জীবনের তরে হোতো যদি আর্ট তা' হোলে যে গো,
আর্টের চর্চ্চা করে যারা তাদের বিপদ যে গো।
তা' হোলে যে জীবন-জোড়া মিথ্যা অভিনয়,
লোভের, চুরীর, লালসারি স্পর্দ্ধা-পরিচয়,
অত্যাচারের, নির্য্যাতনের প্রকাশ জীবন-জোড়া,
আক্রমিতে বাধ্য হোতো আর্টের পূজারীরা।
তা'হোলে যে খেতে হোতো আপন হাতের মার,
আপন শ্রেণীর লোকের বুকে পড়্তো আঘাত তার।
সে কাজ করার সত্য সাহস কোথায় পাবে ওরা?
তাই "আর্টের তরে আর্ট" নামে এই মিথ্যা সৃজন করা।
এই মিথ্যা নীতির দোহাই দিয়ে শিল্প, সাহিত্যকে,
পুলিশ করে বাঁচায় আপন শ্রেণীর প্রভুত্বকে।
আর্ট শুধু তাই এদের হাতে লোক-ঠকানোর কাজ,
করছে যুগ যুগ ধরি' হারিয়ে সরম, লাজ।
গরীব, দুঃখীর ব্যথার ছবি আঁকতে কহ যদি
বল্‌বে এরা "কেমন করে এ' সব এঁকে আর্টের প্রাণ বধি?"
বড়লোকের জীবন-কথা আঁকছে যে গো নিত্য,
সে সব নাকি এদের মতে সাহিত্যের বিত্ত!
আসল কথা হচ্ছে কিনা নির্য্যাতীতের ব্যথা,
লক্ষ লোকের নিষ্পেষণের, অনশনের কথা,
আঁকে যদি এরা তবে বিপদ হোতে পারে।
লেখা পড়ে নির্য্যাতীত যদি তাদের মারে,
দুখীর সোনার ফসল যারা লুটছে যুগ ধরে,
সে যে হ'বে খাল কেটে গো কুমীর ডাকা ঘরে!

সেই ভয়েতে আঁকে এরা মন-ভোলানো ছবি,
ফুলের কথা, রাজার কথা, প্রেমের করুণ ছবি।
শুধু নির্য্যাতীতের জীবন নহে আর্টের উপযুক্ত,
আনন্দই ভিত্তি আর্টের, আর্ট নয় গো তিতো সুক্ত।
আর্ট হচ্ছে আর্টের তরে, তার মর্ম্ম হোলো আঁচা,
চোরের দলের যুক্তি সদাই,—চাঁচারে প্রাণ বাঁচা।

১০ই জুলাই, ১৯৩২।

## সৌন্দর্য্যের পূজারী।

—•—

সৌন্দর্য্যের তরে ওরা হাঁপিয়ে মরে রাত্রিদিন,
ডাঙ্গার উপর যেমন করে হাঁপিয়ে মরে জলের মীন।
দেখতে রবির উদয়, অস্ত, ছোটে ওরা সাগরতীর,
সাগর-বুকে অস্ত-রবির রঙে ওদের প্রাণ অধীর।
ফুলকে ওরা ভালবাসে এমনি নিবিড় অন্তরে,
যে বাগান ভরা ফুল ফোটাতে টাকা ছড়ায় হাত ভরে
বাড়ীটিও মনের মত সাজিয়ে নিতে কতই ক্লেশ,
কতই নিদ্রাহীন রাতি, কতই চিন্তা নাইকো শেষ!
খাবার ঘরের মেজে যদি পঙ্ক-করা না হয় গো,
খাবার যে গো গলার মাঝে আটকে ঘটায় বিষম গো।
পঙ্ক-করা মেজে হ'বে চৌকি, টেবিল মন মত,
খাবার থালা, বাটি হ'বে শুভ্র পাথর, সুখ কত!

তবেই তো গো খাবারগুলি সুস্বাদু হয় চমৎকার,
হরহরি আত্মা যে গো সৌন্দর্য্য আর আহার।
শোবার ঘরের মেজে যদি শাদা পাথর না হয় গো,
ঘুমের ব্যাঘাত হবেই তবে, সন্দেহ তায় নাই যে গো।
ঘুমের সাথের সৌন্দর্য্যের নিগূঢ় যোগ অতিশয়,
যে জানে না, দেয় সে তাহার মূর্খতার পরিচয়।
আহার, বিহার, নিদ্রামত বসন হ'বে সুন্দর,
তবেই তো গো হরির বাসা হ'বে দেহ-কন্দর।
এই সুন্দরের সাধনায় কৃচ্ছ-সাধন নয় সোজা,
এই সাধনায় সাধক যে গো, বয় সে বিষম ভার, বোঝা।
লক্ষ লোকের দুঃখ, জ্বালা, চিম্‌ড়ে পেট, নাই আহার,
কোটি কোটি লোকের পরে কতিপয়ের অত্যাচার,
ভুখা মানুষ নিষ্পেষিত, নির্য্যাতীত যুগ ধরে,
সুন্দরের সাধকেরা ম্যালে না চোখ তার পরে।
পরমাত্মার নিষেধ আছে দেখতে সকল অসুন্দর,
দৈন্য, দুখ মানুষেরি কুৎসিত সে ভয়ঙ্কর।
সে সব যারা দেখে চোখে, যাদের বুকে বাজে দুখ,
হারায় তারা চিরতরে সুন্দরেরে পাবার সুখ।
মানুষের দৈন্য, দুখের করাল-ছায়া চোখ ভরে,
সুন্দর সে পায় না গো ঠাঁই, যতই মরে রাগ করে।
তাদের চোখে সূর্য্য-ওঠার, সূর্য্য-ডোবার রঙ-খেলা,
কালো হ'য়ে বিষিয়ে ওঠে নীল আকাশের রঙ-মেলা।
তাদের বুকে ফুলের হাসি শূলের মত বিদ্ধ হয়,
তাদের গায়ে বিলাস-বসন আগুন সম জ্বলতে রয়।

তাই তো বিধির নিষেধ আছে এম্‌নি কড়া তাদের পর,
সৌন্দর্য্যের সাধনায় করবে যারা জীবন ভোর,
তারা আপন আহার, বিহার, বিলাস, বসন, প্রেম-দোলা,
সূর্য্য-ওঠা, সূর্য্য-ডোবা, ঘর সাজানো, ফুল-তোলা,
এ'সব নিয়েই করে যেন সাধনা গো সুন্দরের,
এই গণ্ডীর বাইরে গেলেই বিষম বিপদ সাধকদের।
রূপ-সাধনা রামের সীতা, গণ্ডী ছেড়ে যেই না সে
মায়া-মৃগ ধরতে যাবে পড়বে দশানন-গ্রাসে।
দুখ মানুষের মায়া-মৃগ, তার মায়াতে পড়লে পর,
সুন্দরের সাধনাতে ব্যাঘাত ঘটে নিরন্তর।
তাই সুন্দরের সাধক সবে মানুষ পানে তাকায় না,
বিষম কঠিন, কৃচ্ছ্র অতি সুন্দরের এ' সাধনা।

১০ই জুলাই, ১৯৩২

## বাবুদের প্রাণের ভারতবর্ষ।

—*—

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ স্বপনের দেশ সেই,
নীলার মত নীলাকাশ যেথা সবুজের শেষ নেই।
যেথায় পদ্ম ফোটে সায়রেতে, ভ্রমরেরা তার পরে
সারাদিন ধরে মধু লোটে আর গায় গুন্‌গুন্ করে।
সারসী সেথায় পদ্মপাতায় ডিম পাড়ে বনে বনে,
বুল্‌বুলি সেথা দোলা দেয় হেসে গোলাপেরে অকারণে।

পুণ্য গঙ্গা বহে যায় সেথা দেশের বুকটি ধুয়ে,
অশ্বত্থ বট যারা জল ছোঁয় তীরের পরেতে নুয়ে।
হিমালয় সেথা দাঁড়ায়ে রয়েছে বরফ-কিরীটি মাথে,
দেবতারা যেথা বেড়ান নিত্য মহাদেবীদের সাথে।
অমর প্রেমের মূর্ত্তি ধরেছে যে দেশে তাজমহল,
প্রেমের এমন গভীর মূর্ত্তি কোন দেশে আছে বল্‌ ?
মন্দিরগুলো সারা দেশ ছেয়ে, পাণ্ডারা শত শত
লক্ষ লোকের মলিন হৃদয় ধৌত করিতে রত।
ফকিরের দল হরিনাম গেয়ে যুগ যুগ মধু হেসে
বেড়িয়ে বেড়ায় হাজারে হাজারে ঝুলি পিঠে যেই দেশে।
যোগীরা যেথায় অদ্ভুত সেই যোগের মন্ত্রবলে
শূন্যেতে বসে, জলের উপর অবহেলে হেঁটে চলে।
অতুলন সেই মহা-আনন্দ, অসীম শান্তি যেথা,
ক্ষুধার কষ্ট, দুঃখ দৈন্য জানে নাকো কেহ সেথা।
আত্মার জয় এমনি প্রবল রূপে হেথা ফুটে পড়ে,
যে এ' মহান দেশে মানুষেরা প্রায় কায়াহীন রূপ ধরে।
পুণ্য ভারত, পুণ্য ভারত, পুণ্য হিন্দুস্থান,
প্রাণভরে এই পুণ্যদেশের কর সবে জয়গান ॥

১৮ই জুলাই, ১৯৩২

## ভারতের তরুণ

—*—

দয়া-ক্ষমা-হীন অকরুণ,

কোথা ভারতের সে তরুণ ?

কোটি কোটি জনগণের বেদনা হেরি'

লক্ষ শিশুর উপবাসী মুখ হেরি,'

যাদের বুকেতে আগুন উঠেছে জলিয়া

বিপ্লব-শিখা মেলিয়া।

দয়াহীন তারা, ক্ষমাহীন তারা কঠোর বজ্রসম,

সেই বীরদের নমো।

আজ যারা কহে দয়ার বুলিরে তাদের নাহিকো দয়া,

দয়া তাহাদের জিহ্বাতে শুধু ; শুধুই মিথ্যা হাওয়া !

তারা গণ-অরি, কোটি জনগণ-মুক্তি চাহে না তারা,

ব্যবসা তাদের দীনের অন্ন কাড়া।

আজ আসিবে যাহারা মোদের শেখাতে ক্ষমা,

বানায়ে শতেক বাক্য সে মনোরমা,

কোটি-কোটি-লোক-দৈন্য-দুঃখ তাদের স্পর্শে নাই,

তাদের ওষ্ঠ হইতে ক্ষমা বুলি ঝরে তাই।

আজ দয়াহীন যারা, ক্ষমাহীন যারা, তাদেরই বুকের মাঝে

কোটি-জনগণ-বেদনার ব্যথা, সত্য দয়া সে রাজে।

জনগণ-প্রাণে বিপ্লব-বীজ বুনিবে যাহারা সবে,

কোথা ভারতের সেই তরুণেরা তবে ?

আজিকে ভারতে তাদের দেখিতে চাই,

যাদের প্রাণেতে নাহিকো "করুণা" "দয়ার" বিন্দু নাই ॥

৩১ জুলাই, ১৯৩২

———

## ভদ্রতা

—:*:—

ওরা মোদের বন্দী করতে চায়গো ছলে, বলে  
ভদ্রতার কলে।  
ওরা বলে  
"করোই যদি পলিটিক্‌স্ তবে ভদ্রভাবে কোরো,  
শত্রু যে গো তার মানেতেও আঘাত নাহি কোরো।  
স্পোর্ট পলিটিক্‌স্ দুই খেলাতেই একই নিয়ম চলে,  
খেলার পরে কোলাকুলি করবে দুটি দলে।  
খেলার শেষে,  
মধুর হেসে  
পরস্পরে বন্ধু বলে চাপড়ে দিও পিঠ,  
পলিটিক্‌স্‌কেও এমনি করে করতে হবে টিট।

আপোষেতে লড়াই করে ওরা পরস্পরে,  
তাই লড়তে পারে ভদ্রতার সরকারী সাজ প'রে  
লুটের মালের ভাগ সে নিয়ে দুই ডাকাতে যবে  
লড়াই করে পরস্পরে প্রয়োজন যে তবে  
লড়াই করার তেমনিতর রীতি,  
ভদ্র সে এক নীতি,  
যার কৃপাতে লুটের মালের ভাগাভাগির তরে;  
ডাকাত দল আঘাত নাহি করে পরস্পরে।  
পলিটিক্‌সে ভদ্রতার আসল মানে তাই  
বুঝে নাও সবে ভাই।

মোদের লড়াই নয় তো সে গো লড়াই আপোষে,
এই ডাকাত দলের সাথে মোদের মরণ-আহব সে।
তাই ভদ্রতারি পোষাকী সাজ ঢঙটা করে পরে
লড়াই লড়াই খেলা করা নয় সে মোদের তরে
তাই মিষ্টি হেসে;
অশ্রুজলে ভেসে,
শত্রুরে ক্ষমি' বন্ধু বলিয়া গলা জাপ্‌টিয়ে ধরা,
"মহৎ প্রেমের" মিছে অভিনয় করিনেকো কভু মোরা।

তাই যেন হোলো কিন্তু মরেছে শত্রু যবে,
তখনো কি গো সে শত্রুই হয়ে রবে ?
ভদ্র তোমরা চির-আদর্শ মহান শিষ্টতার;
গভীর অতল সীমাহীন যে গো তোমাদের কাল্‌চার।
জানি অভাগা মোদের প্রতি
তোমাদের দয়া অতি।
তাই শুধাই বিনয়ে কহগো কৃপাটি করে;
সাপ কি মরণ পরে দেবতার রূপ ধরে;

তোমাদের আছে জোর কল্পনা জানি;
রচেছো তোমরা লোক ঠকাবার কত কথা কাহিনী।
পুরাণে তোমরা এঁকেছো সে এক অতি অপূর্ব্ব চিত্র;
দেবতা কেমনে সাপের রূপেতে দেখা দেয় সুবিচিত্র।
তবু এত কল্পনা থাকা সত্ত্বেও পার নি আঁকিতে হায়,
কি উপায়ে সাপ দেবতার রূপ ধরে স্বর্গেতে যায়।

পাই নি শিক্ষা যাহা,
তোমাদেরই দোষ তাহা।
তাই তোমাদের অতি পবিত্র পোষাকী ভদ্রতার ;
মোরা অভদ্র নাহি ধারি কোনও ধার।
শত্রুর প্রতি কোনও ক্ষমা নাহি জানি।
জীবিত কি মৃত কোনও ভেদ নাহি মানি।
খুনী সে ডায়ার পিশাচ মরেছে বটে,
আজো তারে স্মরে বুকেতে রক্ত ফোটে।
যে জন বলিবে মরেছে ডায়ার এবে,
ভুলে যাও সেই পিশাচের দোষ সবে,
সে ডাকাত দলের লোক,
শত্রু সে ভয়ানক।
সেও সুযোগ পাইলে উঠিবে ডায়ার হোয়ে।
তাহার গুলিতে গণ-বুক হতে রক্ত যাইবে বয়ে।
আসলে তাহার ডায়ারের সাথে কোনো ভেদ নাই জেনো,
তারে শত্রু বলিয়া মেনো।
যতদিন এই ডাকাত দলের নাহি হয় নিঃশেষ,
জনগণ সবে চরণে দলিয়া এদের না করে' শেষ,
ততদিন মোরা পুণ্য হিংসা দ্বেষ,
মনের মাঝারে জ্বালায়ে রাখিবো সবে,
একটি ডাকাতও যতদিন ভবে রবে।
ওদের ভদ্রতা-বুলি ফাঁদ সে ভদ্রতার,
জনগণ, হুঁসিয়ার ॥

১৭ই জুলাই, ১৯৩২

---

# বামনাই পলিটিক্‌স্

—*—

গো-মাতা, পৈতা, টিকি ও গঙ্গা-জল,
ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে তর্কের কোলাহল,
পলিটিক্‌স্ বাম্‌নাই,
তারে কহে জেনো ভাই।
হিন্দু মহাসভার যারা মাতব্বর ও চাঁই,
তারা সবে মিলে পলিটিক্‌স্ বাম্‌নাই
প্রচার করিছে ভারতবর্ষে ভারতের হিত তরে,
অপূর্ব্ব এই নব পলিটিক্‌স্ মহান গর্ব্বভরে।
হিন্দুর মাতা গরুটিরে কাটে পিশাচ যবনদল,
ওল গরুরে না বধি' মোষেরে বধিতে ক্ষতি আছে কি বা বল?
মোষ, পাঁঠা মাঝে যারে চাস্ তারে মার,
শুধু গো-মাতারে ওরে বধিস্ নে, তারে ছাড়্।
গো-মাতারে নিয়ে ঘানি কোরে ঘোরে তাই,
এই অপূর্ব্ব পলিটিক্‌স্ বাম্‌নাই।
হিন্দু জাতিরে বাঁচাইতে হ'বে তার সনাতন বিধি,
পৈতাই হোক, টিকিটাই হোক, তারা অমূল্য নিধি।
আকাশ হইতে বিদ্যুৎ আসে ঐ টিকি বেয়ে দেহে,
তাই টিকি রাখিবার শাস্ত্র কহেছে ঘুচাতে সকল মোহে।
আর উপবীত সে তো ব্রহ্ম-তেজের মূর্ত্তি ধরিয়া দোলে,
এই দুনিয়ার সেরা যারা সেই ব্রাহ্মণদের গলে।
গো-মাতা, পৈতা, টিকি, এই তিন চির সনাতন রীতি,
এদের উপর ভড় করে হাঁটে বাম্‌নাই রাজনীতি।

এই রাজনীতি বাম্‌নাই,
হিন্দুয়ানির গোঁড়ামিরে যত কায়েমী করিতে চায়।
রঙ চঙ করে গোঁড়ামিগুলোকে সাজিয়ে ইহারা আনে.
এই করে এরা নব আয়ু দেয় গোঁড়ামিরে পুরাতনে।
এরা বলে, "আহা, দেখিছো না ভায়া উন্নতি কতদূর?
আগে খেতো না বামন শূদ্রের সাথে, সে বাধা হ'তেছে দূর
আস্তে আস্তে সব বাধাগুলি দূর হ'বে এই মত,
তাড়াতাড়ি করে লাভ কি বা বলো, হও ধীর সংযত।"
এরা এই মত বাজে কথা বুনে ফাঁকি দেয় জনগণে.
এই মতে এরা দাবিয়ে রাখে গো বিপ্লব জন-মনে।
আস্তে আস্তে দূর করা মানে গোঁড়ামি বাঁচিয়ে রাখা,
হিন্দু-সভার রাজনীতি এই গোঁড়ামি বাঁচানো ঢাকা।
মুঞ্জী, বিরলা, মালবীয়ের পলিটিক্‌স্ বাম্‌নাই,
আসল ধর্ম্ম গোঁড়ামি বাঁচানো, বুঝে নাও সবে ভাই।
হিন্দুয়ানির নাম কোরে এরা কোটি কোটি জনগণে,
আপন শ্রেণীর স্বার্থ পূরাতে লাগায় গো খুস্ মনে।
হিন্দু চাষী গো, হিন্দু মজুর ভাই,
মুঞ্জী, বিরলা ডাকাতের দল তোদের ঠকিয়ে খায়।
তোদের মাথায় কাঁঠালটি ভেঙ্গে ওদের পকেট ভরা,
তারি তরে জেনো হিন্দুসভাটি গড়া।
পলিটিক্‌স্ বাম্‌নাই।
কোটি জনগণ-মুক্তি তাহাতে নাই।
এরা সবে চায় ছোট দাবী দিয়ে ভুলাইতে জনগণে,
গোড়ার গলদে ঢাকা দিতে ছোট দাবীদের আবরণে।

ছোঁয়াছুঁয়ি, টিকি, গো-মাতা, জাতের খেলা,
সব চুকে যাবে বিপ্লব দিলে ঠেলা।
সেই বিপ্লব-ঠেলা যাতে নাহি আসে তারি আয়োজনে রত,
হিন্দুসভার জালিয়াৎ নেতা যত।
হিন্দু চাষী ও মজুরের দল করো মোরে অবধান,
এদের ফাঁদেতে দিও নাকো ধরা, ভাই সব সাবধান।
৫ই আগষ্ট, ১৯৩২।

## মোল্লাই পলিটিক্‌স্।

—*—

মক্কা, মেদিনা, খলিফা, গরু-জবাই,
এরে কয় জেনো পলিটিক্‌স্ মোল্লাই।
মস্‌জিদ-ধারে বাজে যদি ঢাক ঢোল,
আল্লা মগজে লাগান বিষম গোল।
পলিটিক্‌স্ মোল্লাই
মসজিদ ধারে বাজনা চাহে না তাই।
কাফেরেরা সবে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী পূজো করে,
আল্লার নামে ওদের গলায় ছুরী দাও প্রাণ ভরে।
আমাদের দেশ মক্কা, মেদিনা, ভারত মোদের নয়,
কহে পলিটিক্‌স্ মোল্লাই।
খিলাফৎ যেথা সেথায় মোদের দেশ,
মানি মোরা শুধু খলিফার সব আদেশ।

রক্ত মোদের ভারতীয় নয়, আরব্য, পারসিক,
কাফেরদের এই ভারতবর্ষ, ধিক্ তারে শত ধিক্!
মোল্লারা দলে দলে
দাড়ি নাড়া দিয়া সারা দেশময় শয়তানী খেলে চলে।
কোটি কোটি চাষী, মজুর মুসলমান,
তোমাদের সবে বঞ্চনা করে মোল্লারা শয়তান।
মুসলিম যত কলের মালিক, জমীদারদের দল,
তোরা মুসলিম বোলে লোটে কি তোদের কম করে ওরে বল্?
শুধাও মোল্লাদের
ভাতের যোগাড় করে দেবে কি গো মোল্লারা তোমাদের?
রাজী আছে কি গো লাঠি লাগাইতে তোমাদের সবা সাথে
মুসলিম সব জমীদারদের মাথে?
রাজী আছে কি গো তোমাদের সাথে আজ,
ধ্বংস করিতে ইম্পিরিয়াল-রাজ?
তখন দেখিবে মোল্লার দল পালাবে নাড়িয়া দাড়ি,
জমীদার আর গুণ্ডারাজের পায়ে দেবে গড়াগড়ি।
মস্‌জিদ-ধারে না বাজালে ঢাক যদি
খোদা যদি দিতো তোমাদের নিরবধি
পেট ভরে ভাত, তবে বাজনার তরে
ছিলো মানে কিছু মাথা ফাটাফাটি কোরে।
শত্রুর চর মোল্লার ফাঁদে পড়ে
মিছামিছি শুধু তোদের রক্ত ঝরে।
গরীব মরিছে গরীবের ছুরি খেয়ে,
ঝরে দীনের রক্ত দীনের ছুরিকা বেয়ে।

রয়েছে শত্রু পলিটিক্‌স্ মোল্লাই
ফন্দী তাদের তোদের রক্ত ঢালাই।
গরীবে গরীবে লড়াই বাধায়ে সুখেতে ডাকাতদল,
লুটে পুটে খায় তোদের সব ফসল।
তাই মোল্লারে দিয়ে
স্বার্থ-সিদ্ধি করে ডাকাতেরা ধর্ম্মের নাম নিয়ে।
কোটি কোটি চাষী শ্রমিক মুসলমান,
শত্রুর চর মোল্লা সে শয়তান,
তার ফাঁদে ধরা দিও নাকো কভু, ভাই সব সাবধান॥

৬ই আগষ্ট, ১৯৩২

## সোশালিষ্ট খৃষ্টান সেভেরিং

—:*:—

( ১৩ই জুলাই, ১৯৩২ সালে প্রাসিয়ার মন্ত্রী সোশালিষ্ট সেভেরিং প্রাসিয়ার গণসাধারণকে উদ্দেশ্য করে যে ইস্তাহার জারি করে তার এক জায়গায় সোশালিষ্ট সেভেরিং লেখে—"ক্রমশঃই হিংসা বুদ্ধি-বিচারকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে পলিটিকাল্ শত্রু, সেও আমাদের ভাই, সেও সমান অধিকার-ভোগী নাগরিক। মত বিরুদ্ধতা বাক্য-যুদ্ধে বদ্ধ না থেকে এই পলিটিকাল্ যুদ্ধে তরোয়াল ও রিভলভারের সাহায্য নিচ্ছে।" )

সোশালিষ্ট সেভেরিং,
মন্ত্রী সে সেভেরিং,
ছাপায়ে ইস্তাহার,
জনগণে প্রাসিয়ার
জানায়েছে মত তার।

বড় দুঃখেতে সেভেরিং কয়,
"এ' দুখ নাহিকো সয়,
যে জনগণ আজি হিংসায় মেতে ভুলিছে সর্ব্বদাই
যে শত্রু যে জন সেও নাগরিক ভাই।"
বলি সেভেরিং সোশালিষ্ট হে প্রবীণ,
জানি মার্কসের বই খোলো নাই বহুদিন।
তবু অল্প বয়েসে হয় তো করিয়া কষ্ট,
কমুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো
পড়েছিলে তুমি খনিতে খাটিতে যবে,
তখনো বুকেতে বহিতো রক্ত, বরফ হয় নি তবে।
যদি সে অতীত দিন স্মরিতে লজ্জা করে,
তবে স্মরে কাজ নাই ওরে।
শোনো আমার ওষ্ঠ হ'তে
শিখে নাও ভালো মতে।
এক দেশবাসী, রাষ্ট্রের নাগরিক,
একই জাতি বটে ঠিক।
তবু জেনো এই এক জাতি-অন্তরে
দুই জাতি বাস করে।
এই দুই জাতি চির-অরি তারা দোঁহে,
শ্রেণী-সংঘাত এই দ্বন্দ্বেরে কহে।
সেভেরিং সোশালিষ্ট,
যদি হোতে মার্কসিষ্ট,
তবে শত্রুও ভাই, এই ধর্ম্মের বুলি
নাহি প্রকাশিতে ওষ্ঠের ঝাঁপি খুলি'।

বলি সোশালিষ্ট সেভেরিং, সেভেরিং মহাপ্রাণ,
কবে হোতে তুমি হইয়া উঠেছো এত বড় খৃষ্টান ?
হয় তো বা তুমি বরাবরই খৃষ্টান,
সোশালিষ্ট শুধু মুখেতে, শুধুই ভান।

কহে সেভেরিং খৃষ্টান,—
"সহিতে না পারি, ফেটে যায় মোর প্রাণ।
ওদের যুদ্ধের সীমা বাক্য ছাড়ায়ে যায়,
ওরা পিস্তল ছোঁড়ে হায়।"

যদি হোতে বিপ্লবী, মার্কসিষ্ট যদি হোতে
তবে অন্য বাক্য কোতে।
বলিতে তাহলে—,"বাক্য-যুদ্ধে মিটিতে কি কভু পারে
শ্রেণী-সংঘাত? বুর্জ্জোয়াদের ঘাড়ে
মাটিতে নোয়াতে দরকার হয় গুলি,
সাধিতে সে কাজ পারে নাকো মিঠে বুলি।"

ওগো সেভেরিং সোশালিষ্ট খৃষ্টান,
"শ্রমিক-বন্ধু," মন্ত্রী ক্ষমতাবান,
যাহা বলিলাম, করো তাহা অবধান॥

১৮ই জুলাই, ১৯৩২।

## র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌

—:*:—

সাপের মত লক্‌লকে জিভ, মাথার চুল প্রায় শাদা,
মুখ দেখলে হয় গো মনে বুঝি পোপের ঠাকুরদাদা।
ভণ্ডামির মহারাজ,
ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ ধাপ্পাবাজ।
বয়েস যখন অল্প ছিলো তখন লাল এক টাই পরে
বুর্জ্জোয়াদের গাল পাড়িতো শ্রমিক-পাড়ায় গাল ভরে,
বাড়ী ফিরেই লাল টাইটি ফেলতো ছুঁড়ে এক কোণে,
ফ্রক কোটেতে ছুটতো তখন ডিনার খেতে লর্ড সনে।
জাল সোশালিষ্ট, সাবধান,
ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ শয়তান।

সোশালিষ্ট সে, মনে প্রাণে শ্রমিক দলের জয় সে চায়,
তাই পুলিশ দিয়ে আপন দেশে শ্রমিক-ধর্ম্মঘট ভাঙ্গায়!
তাই গ্রেটবৃটেনের সেরা শ্রমিক পচ্‌ছে শত জেলখানায়,
এই সোশালিষ্ট ধূর্ত্ত শেয়াল তাদের তরে জেল বানায়।
বুর্জ্জোয়াদের আদেশেতে এই সোশালিষ্ট প্রাণপণে
শ্রমিকদের মাইনে, পিশাচ, কমিয়ে দেছে খুস্‌ মনে।
বুর্জ্জোয়াদের চরণ-দাস,
র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌, সাবাস।

প্যাসিফিষ্ট সে, ঘাস-পাতা-খোর ধর্ম্ম-ষাঁড়,
বিপ্লবের নাম শুনিলে কেঁপে ওঠে বুকটি তার।

রক্তের নাম শুনলে পরে পড়ে অচেতন হ'য়ে,
বুঝি বা সে গেলো ভেসে আপন চোখের জল বেয়ে।
এই "শান্তি-বাদীর" আদেশ মত অমানুষিক স্বেচ্ছাচার,
ভারতবর্ষে করতেছে এর গুণ্ডাদলে অত্যাচার।
গরীব চাষীর ঘর লুটেছে, পুড়িয়ে দেছে গৃহ তার,
এই শান্তি-বাদীর গুণ্ডাদলে শ্মশানে-প্রেতেও মানায় হার
এই শান্তিবাদীর বিমানতরী বোমা ফেলে গ্রাম পরে,
অসহায় নর, নারী, শিশুদের খুন করে।
তারপরে এই পশুর অধম সোশালিষ্ট এই খুনীর রাজ,
শান্তি শান্তি বলে চেঁচায়, নাই পিশাচের বিন্দু লাজ।
ভাবে মনে এই চেঁচানি শুনে ভোলে আজকে কেউ,
করে বুর্জোয়াদের জীবটি যবে শান্তি তরে এ' ঘেউ ঘেউ।
কেউ ভোলে না, কেউ টলে না, সবাই জানে তোর স্বরূপ,
সকল রকম শয়তানির র‍্যাম্‌জে রে তুই মূর্ত রূপ।

মানুষের ব্যাধ, পাতে ফাঁদ,
ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ সে জল্লাদ।

বল্‌ড্‌ইনের পায়ের তলায় ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌ সে সোশালিষ্ট
পড়ে থাকে, চরণ চাটে, তাকায় সুখে মিট্‌মিট্।
যে আদেশ দ্যায় প্রভু বল্‌ডুইন্‌, র‍্যাম্‌জে ভৃত্য তার,
সে আদেশ মত কাজ কোরে চলে, বিরোধ নাহিকো আর।
সাবাস্‌ র‍্যাম্‌জে মোটা পেন্‌সন্‌ পাবি তুই এই বার,
বুর্জোয়া সবে এমন দাসেরে না দিয়ে পারে না পুরস্কার।

ধন্য হইবে জনম তোর,
ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ ঠগ রে ঘোর।

শুধু শ্রমিকের দল তোর শয়তানী, বিশ্বাসঘাতকতা,
স্মরিবে যখন মনে মনে তবে চিবোবে তোর সে মাথা।
সারা দুনিয়ায় তোর নাম মোরা করিবো মৃত্যুহীন,
তোর নামে নাম-করণ করিবো জগতে যা' কিছু হীন।
খুনী ও ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতী, শয়তান মুখমিষ্টি,
তোর নামে হ'বে শব্দগুলির প্রতিশব্দ সে সৃষ্টি।
ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ দু-মুখো সাপ,
দিনু তোর পরিমাপ।

১১শে জুলাই ১৯৩২।

## জন্মান্তরবাদ

—*—

পাচ্ছো দুঃখ, মরছো খিদেয়, খাটছো বটে রাত্রিদিন,
গত জন্মের পাপের ফল সে, হচ্ছে তাতেই দেহ ক্ষীণ।
বলছো তুমি তাহার কথা, তিন তলা সেই প্রাসাদ যার,
বোতল, বোতল শ্যাম্পেনেতে করে যে গো দিন কাবার।
গত জন্মে নিশ্চয়ই সে অনেক পুণ্য অর্জ্জেছে,
তাই তো সে এই জনমেতে দুখের হাত বর্জ্জেছে।
জমা করো যত পারো পুণ্য সে এই জন্মে গো,
পরজন্মে থাকবে সুখে, সুখ সে পাবে অসীম গো!
দুঃখ করে হ'বে কিবা, কষ্ট পাবে কি ফল তায়?
আর ঈর্ষা করে চটিয়ে যেন দিও নাকো বিধাতায়।

তার চেয়েতে তিলে তিলে জমিয়ে তোলো পুণ্য সে,
পরজন্মে তার জোরেতে সুখ কারবে খুব কসে।
শোনো মন দিয়ে আষাঢ়ে গল্প, যেওনাকো যেন ভুলি'.
সাঁতলা ভাজা চিববার সাথে তারে লহ মনে তুলি'।
বালক বয়সে দুরন্ত ছিলো বাড়ুয্যেদের মুটু,
দুষ্টুমিতে এক নম্বর বাঁদরামিতে পটু।
বিদ্যালয়েতে একদা মুটু সে লুকায়ে কাগজে করে,
ভাজা ইলিশের টুক্‌রো একটি আনিল পকেটে ভরে।
বিদ্যারত্ন মশায় যখন দিবানিদ্রার ঘোরে,
চোখটি বুজিয়া ক্লাশের মাঝারে ঢুলিতে ছিলেন জোরে।
সেই সুযোগেতে মুটবেহারী সে হাতের সাফাই খেলে,
পণ্ডিতের পকেটে মৎস্য চুপে চুপে দিলো ফেলে।
ঝিমিয়ে উঠিয়া বিদ্যারত্ন নস্যি খোঁজেন যবে।
পকেটের মাঝে ভাজা মৎস্যটি হস্তেতে ঠেকে তবে।
ইলিশ মাছের টুক্‌রো দেখিয়া চক্ষু হইল স্থির,
ছুটিলো নিদ্রা, বিদ্যারত্ন ক্রোধে হ'ল অস্থির।
দুষ্টুর সেরা বলিয়া সকলে জানিতো মুটুরে স্কুলে,
বিদ্যারত্ন টানিয়া আনিলো মুটুরে ধরিয়া চুলে।
বেতের আঘাতে জর্জ্জর মুটু করিলো স্বীকার শেষে,
পণ্ডিতের পকেটে ইলিশ সেই দিয়েছিলো ঠেসে।
বিদ্যারত্ন মুটুর পিতারে করিলেন অনুরোধ,
বেত্র-প্রহারে মুটুর মাথায় ফুটায়ে তুলিতে বোধ।
কসুর হয় নি, বাপের হাতের বেতের বিষম জোরে,
পুরো দুটি দিন মুটবেহারী সে শয্যায় ছিলো পড়ে।

কালের জোয়ারে সেই হ'তে গেছে তিরিশ বছর কেটে,
আফিসের বড়বাবু হুটু এবে নিত্য আফিসে ছোটে।
হুহু করে নিতি চলিয়াছে বেড়ে তাহার মাথার টাক,
হুটুর ভুঁড়িতে বড়বাবু চালে জমে উঠিতেছে থাক।
হুটুর পিতা যে, লাঠিটি ধরিয়া এখনো ফেরেন হাঁটি',
বুড়োরে দেখিলে ভ্রম হয় বুঝি শুকনো আঁমের আঁটি।
একদা বিকেলে হুটবেহারী সে, আফিস হইতে ফিরে,
বৈঠকখানা ঘরেতে বসিয়া তামাক টানিছে ধীরে।
পাড়াপড়শীরা দুই চার জন সেথায় রয়েছে বসে,
বিকেল বেলাটা গল্পগুজবে জমে উঠিয়াছে কসে।
নাহি জানি কেন, কি মনে করিয়া হুটবেহারীর বাপ,
বৈঠকে এসে, এক কোণে বসে নাড়ে চশমার খাপ।
হঠাৎ বৃদ্ধ দাঁড়ায়ে উঠিয়া পায়ের খড়ম খুলে,
হুটুর কপালে মারিলো ছুঁড়িয়া, কপাল উঠিলো ফুলে।
পাড়াপশড়ীরা অবাক সকলে, হুটুর কপাল বেয়ে,
রক্তের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে মাটিতে পড়িলো ধেয়ে।
"মনে আছে ব্যাটা, বালক বয়সে বিদ্যারত্ন মশায়,
নাকাল করিতে বাড়ী হ'তে নিয়ে ইলিশ মাছের ভাজায়,
চুপে চুপে তুই দিয়েছিলি ফেলে পকেটের মাঝে তাঁর,
পেটে পেটে এর যত বদমাসি, শয়তান, নচ্ছার।"
এই বলে বুড়ো বিষম রাগেতে সারা দেহ থর থর,
বকিতে বকিতে চলে গেলো বুড়ো লাঠিতে করিয়া ভর।
বেচারি হুটু সে কপালেতে হাত বোলায় নীরবে বসে,
বালক বয়সে যা' করেছে দোষ কোন বিধাতার রোষে—

তিরিশ বছর পরেতে আজিকে একেবারে অকারণে,
ভুগিতে হইলো সেই দোষ তার, যে দোষ ছিলোনা মনে !
মোর আষাঢ়ে গল্প ফুরলো এখন, মুড়লো নটের গাছ,
গল্পের হেতু জ্ঞানী গুণী সবে কল্পিতে পেরেছো আঁচ ?
গত জন্মের আষাঢে গল্প সাথে যোগ গুরুতর,
ধরহ ধৈর্য্য, সবুরের মেওয়া খেতে আরো মধুতর।
সত্য বটে গো প্রহার করার পরেতে ফুটুর বাপ,
স্মরণ করায়ে দিয়েছিলো তারে তার সে অতীত "পাপ"।
কিন্তু সকলের পিতা, দীনের দয়াল পরম করুণাবান,
অগতির গতি, অনাথের নাথ, পতিতের ভগবান,
শুধু মেরে চলে, মার দেয় খুব, বলে নাকো মারে কেন,
তবু বিনা অপরাধে অকারণে মারে, নয় সে পিশাচ হেন !
ফুটুর বাপ সে ভগবান নহে, বদরাগীদের রাজা,
যত রাগী হোক, বিনা কারণেতে সেও নাহি দেয় সাজা।
আর দুনিয়ার রাজা ভগবান শেষে সকলের পিতা সেজে,
নির্দোষীদের বিনা অপরাধে সাজা দেবে কোন্ লাজে ?

আহা, বুঝিতে পারো না, গত জন্মের পাপের বীজ সে যত,
জীবনের চষা মাটির উপরে ছড়ায়েছো শত শত।
এই জনমেতে তারি সে ফসল দুখের মূর্ত্তি ধরে,
সেই দুখের শস্য ভরিয়া নিতেছো আপন আঁচল ভরে।
মনে নাই যে গো কি পাপ করেছো, সে তো পুণ্যের ফল,
মনে সে থাকিলে জীবন হইতে ইঁদুর ধরার কল।

গত জন্মেতে যে পাপ করেছো পাছে সেই পাপ স্মরে
এই জনমেতে দুখ পাও বেশী, ভগবান তার তরে
স্মরণের সীমা আপন হাতেতে বেঁধে দেছে এঁটে সেঁটে,
সাধ্য কি আসে স্মরণ সেই সে চীনের প্রাচীর ফেটে !
এ' অসীম দয়া করেছেন প্রভু, তাঁর দয়া নিতি স্মর,
অতীত জন্মে যে পাপ করেছো, সে পাপ শোধন করো।

ঠিকই বলিয়াছো ধার্ম্মিক ওগো, পাপ করিয়াছ বড়,
মোরা এ'বারে সে পাপ শোধন করিবো পারি যত সত্বর
শুধু নিশ্চয় জানি যে পাপ করেছি, মরিতেছি যাহা বহে,
এই জনমেতে করেছি সে পাপ, গত জন্মেতে নহে।
দুর্ব্বল মোরা যুগ যুগ ধরি' তোমাদের কথা ফাঁদে
মোহের আবেশে ধরা দিয়েছি গো নিয়ত আত্মসাধে।
যুগ-সঞ্চিত দুর্ব্বলতার কুৎসিত পাপ এবে,
ধার্ম্মিক ওগো, জেনে রেখো ঠিক, এবার শোধন হবে।
তোমাদের হরি তোমাদের দিয়ে আমাদের যুগ ধরে,
যে মার দিয়েছে, এখনো দিতেছে বুকের পাঁজর পরে।
বিভুর হস্ত তোমরা কিনা গো, তোমাদের মেরে প্রাণে,
সে মার এ'বার ফিরাইয়া দিবো তোমাদের ভগবানে।
তখন দেখিবে তোমাদের প্রভু আমাদের দল নিয়ে
তোমাদের বুকে করিবে প্রহার আমাদের হাত দিয়ে।
তখন আমরা শোনাবো মধুরে গত জন্মের কথা,
পাপ করিয়াছো গত জন্মেতে তার তরে পাও ব্যথা।

আসল কথাটা বুঝিবে তখন যে যারা মারে তারা করে,
গত জন্মের আষাঢ়ে গল্প ব্যবহার নিজ তরে।
মারে নাকো হরি, নেই ভগবান মারিবে কেমনে সে?
মারে মানুষেই মানুষেরে, সেটা ঢাকিবার তরে শেষে
রচে ভগবান, পাপ পুণ্যের শতেক কাহিনী রচে,
গত জন্মের আষাঢ়ে গল্প ঢেলে আনে নানা ছাঁচে।
এ'বার সকল ধাপ্পা, সকল দোহাই, সকল মিথ্যা বাণী,
ভেঙ্গে দেবো মোরা তোমাদের বুকে মৃত্যুর বাণ হানি'।

১৩ই জুলাই, ১৯৩২।

## বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে

—•—

বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
বাজ নিয়েছে হাতে এ'বার কমল ফেলে দিয়ে,
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে।
তোমার হাতে বাজের আগুন জ্বলুক্ এ'বার, বালা,
সেই আগুনে শত্রুদের বক্ষে জাগাও জ্বালা,
পোড়াও এ'বার ঘর বাহিরের অরাতিদের দলে,
তোমার হাতের বজ্রে এ'বার উঠুক্ গো দেশ জ্বলে।
দাঁড়িয়েছে আজ মুক্তি লাগি' দীপ্ত নয়ন চেয়ে
বাঙ্‌লা দেশের ছেলের পাশে বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে।

মরণ-সাগর মাঝে এ'বার বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুক্তি খেয়ার অপূর্ব্ব এই নেয়ে।
বাঙ্‌লা দেশের ছেলের বুকে শত্রুদের থাবা,
আঁকছে আজি মুক্তি-ছবি, রক্ত-রাঙ্গা জবা।
বাঙ্‌লা দেশের ছেলে আজি মুক্তি-হোলি খেলে,
আপন বুকের রক্ত-ফাগে দেয় সে হেসে ঢেলে।
এমন দিনে থাক্‌বে ঘরে বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে,
শুধু পান সুপারি, আল্‌তা সিঁদুর ফুলের মুখ চে'য়ে?
বাঙ্‌লা দেশের বুক-জোড়া আজ অসীম আঁধার কালো,
নারীর পায়ের আল্‌তা কি গো আন্‌বে সেথা আলো?
দেশ-জোড়া আজ মহা-শশ্মান সেই শশ্মানের বুকে,
দেশের মেয়ে নূপুর পায়ে ঘুর্‌বে কি গো সুখে?
আজকে কি গো সময় আছে লট্‌কানেরি রঙে
রাঙিয়ে শাড়ী ফাগুন বেলায় প'ড়তে নানা ঢঙে?
আজকে হের দৈন্য দুখের প্রবল উজানে,
দেশের বুকে ছাপিয়ে ওঠে মত্ত তুফানে।
শত্রুদের রাহুর গ্রাসে আজকে দেখ আলো,
বাঙলা দেশের আকাশ-জোড়া আলো যে আজ কালো।
অন্নহারা, আলোক-হারা, বাতাস-হারা জাতি,
আজকে কি গো বাঙ্‌লা দেশে উৎসবেরি রাতি!
দেশের ছেলে দিচ্ছে ঢেলে বুকের শোণিত যবে,
দেশের মেয়ে রইবে কি গো ঘরের কোণে তবে?
বুকটি ভেঙ্গে ঘরের কোণে মরণ নিয়ে বরে,
কি লাভ আছে ওগো নারী, এস পথের পরে।

এ'বার বজ্রপাণি রূপে নারী সকল ভয় হরি'
শোষণ, পেষণ নির্য্যাতনে দাও গো ভস্ম করি'।
আজ ফুলের মালা কণ্ঠ হ'তে দাও গো ফেলে খুলে,
আজ পায়ের নূপুর পেটিকাতে সরিয়ে রাখ তুলে।
আজ কেয়ার কেশর, সুর্ম্মা, কাজল, বিলাস ফেল দূরে,
আজ দাঁড়াও এসে জ্বালিয়ে স্নেহ দীপ্ত আগুন-সুরে।
আজ ডাইনে, বাঁয়ে আগুন জ্বালো, সকল কলুষ দহ,
পোড়াও পাপে জ্বালিয়ে এ'বার আগুন মৃত্যু-বহ।
আঘাত কর, আঘাত সহ দীপ্তিভরা বুকে,
মৃত্যু হান, মৃত্যু বর, হাস্য-জ্বালা মুখে।
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে শুধু বিলাস করে না গো,
দেখাও সবে অগ্নিময়ী তোমার মাধুরী গো।
যেমন শোভে কমল হাতে তেমনি শোভে বাজ,
বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে ওগো দেখাও সবে আজ॥

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩২

## মশাল

মশাল জ্বাল্, মশাল জ্বাল্,
বুকের মাঝারে মশাল জ্বাল্,
শিরায় শিরায় মশাল জ্বাল্,
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্।

অন্ধকারে করিস নে ভয়, যাত্রীদল,
ভয়ের কাঁটা অভয় পায়ে আজকে দল্,
মায়াপুরীর আঁধার ভেঙ্গে এগিয়ে চল্,

যাত্রীদল ।

জ্বাল্‌বি মশাল, আগুন কোথায় ভাবিস্ মরে ?
বাহির পানে তাকাস্ তোরা তাহার তরে '
আগুন তোদের বুকের ব্যাথায় নিত্য জ্বলে,
ওরে সেই দিকে চা' নয়ন মেলে ।
বুকে তোদের অগ্নি-খনি আগুন তরে শুধাস্ কারে !
আগুন তোরা চাহিস পেতে ধারে ?
তোরা কোন্ লাজে হোস্ ওদের কাছে আগুন-ভিখারী,
ভাবিস্ ওরা আগুন-কারবারী ?
ওরা বেচে কেনে জমায় লোহার সিন্দুকে,
যেথায় যত লুট্‌তে পারে রক্তেরি বিন্দুকে ।
ওরা বেণে, লোভ-লালসার অন্ধকারের কীট,
আগুন হ'তে পালিয়ে থাকে, তাকায় মিট্‌মিট্ ।
ওদের কাছে চাস্ সে শিখা রাঙা,
কপাল তোদের এমনি কি গো ভাঙ্গা ?
ভুল ভেঙ্গে নে, কর্ বিশ্বাস শূন্য হাতের পুণ্যবল,

যাত্রীদল ।

মশাল জ্বাল্, মশাল জ্বাল্,
বুকের মাঝারে মশাল জ্বাল্,
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্ ।

তোদের বুকে মশাল দেখে উঠ্‌বে রেগে দুশ্‌মনে,
তোদের বুকের রক্ত ঢেলে চাইবে তারা প্রাণপণে,
নিবিয়ে দিতে তোদের আগুন সে উজ্জ্বল,

যাত্রীদল।

ঢাল্‌তে দে, ঢাল্‌তে দে, বক্ষ চিরে রক্ত তোদের ঢাল্‌তে দে,
বুকের রক্ত এ'বার তোরা আপনি সেধে দে।
রক্ত মোদের তরল শিখা তার ছোঁয়ায়,
মশাল মোদের উঠ্‌বে জ্বলে বুকের গায়,
মশাল মোদের নিবিয়ে দেবার সাধ্য নাই,
মোদের শত্রুদের সাধ্য নাই।

দুঃখ দিয়ে মশাল জ্বাল্‌, দৈন্য দিয়ে মশাল জ্বাল্‌,
লক্ষ-জঠর-ক্ষুধার জ্বালায় মশাল জ্বাল্‌,
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্‌।
ভবিষ্যতের ধ্যানের শিখায় মশাল জ্বাল্‌।
যুগের প্রান্ত হ'তে ডাকছে তোদের মহাকাল,
বেড়িয়ে পড়্‌, বেড়িয়ে পড়্‌ যাত্রীদল,
আগল-ভাঙ্গা বীরের দল।
মশাল জ্বাল্‌, মশাল জ্বাল্‌,
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্‌।

এ' যুগের তোরা মশালবাহিনী ভুলিস্‌ নে,
ভুলেও মশাল বুক হ'তে টেনে ফেলিস্‌ নে।
ওরা হ'বে খুসী মোদের বুকেতে আঁধার হেরে,
যারা মোদের বুকেতে মশাল হেরিয়া ভয়েতে ফেরে।

জলেছে যখন বুকের মাঝারে মশাল, ভাই,
মশালের দেনা না চুকায়ে জেনো মুক্তি নাই।
মশালে মশালে ছেয়ে ফেল্ আজ বক্ষতল,
যাত্রীদল।
মশাল জ্বাল্, মশাল জ্বাল্,
বুকের মাঝারে মশাল জ্বাল্,
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্।
এ' মশাল দিয়ে লোভে ভোগে দাহ করিতে হ'বে,
যুগ-সঞ্চিত চুরির পুঁজিরে জ্বালাতে হ'বে,
নকল সাধুর ধর্ম্মে ভস্ম করতে হ'বে।
বুকের মশালে ভবিষ্যতের আরতির দীপ জ্বালায়ে তোল,
যাত্রীদল।
ওরা ছলিতে আসিবে,
মশালের আলো মিনতি করিয়া নিবাতে বলিবে।
ওদের স্বার্থ দহন হইতে বাঁচাবে বলে,
আসিবে উহারা মোদের মশাল বহন-ছলে।
মশাল-নিবনো শত্রুরে তোরা এড়ায়ে চল্,
যাত্রীদল।
এই ধরণীর শ্যামল বুকে বেঁধেছে আল দুশ্‌মনে,
মাটির ফসল শস্য শ্যামল ভাগ করে খায় কয়জনে।
নদীর মাঝে বাঁধ তুলে জল আপন ক্ষেতে নেয় টেনে,
যবে শুষ্ক ক্ষেতের লাগি মরি কপালেতে কর হেনে।
নীল আকাশের আলোকেরও করেছে গো একচেটে,
যবে আলো-বাতাসবিহীন মোরা মরি বুকের দম ফেটে।

এ'বার সকলের হ'য়ে করিতে হইবে আলো দখল।
এ'বার সকলের লাগি' মুক্ত করিবো স্রোতের জল।
এ'বার সকলের তরে আল ভেঙ্গে বাড়া মাটি বল!

যাত্রীদল।

মশাল জ্বাল্, মশাল জ্বাল্।
বিপ্লবেরি মশাল জ্বাল্।

মশালে মশালে রচনা কর্ গো নূতন পথ,
সেই পথ বেয়ে আসিবে নূতন যুগের রথ।
মুক্ত মানব সেই পথ বেয়ে আসিবে চ'লে,
লোভ-লালসা-অত্যাচারের পঙ্ক দলে'।
বুকেতে যাদের তপ্ত শোণিত হল্‌কা দেয়,
শোণিত যাদের আগুন-ফুল্‌কি ছিট্‌কে যায়,
তরুণের দল, বুকে আজো কি গো লাগে নি দোল্?
দেয় নি কি দোল্ বুকের শোণিতে বিপ্লব-কল্লোল?
মোদের শোণিতে ডাক দে'ছে আজি নূতন কাল,
শোণিতে মোদের জ্বালায়েছি আজ তাই মশাল।

মশাল জ্বাল্, মশাল জ্বাল্,
বিশ্বের যত নির্য্যাতীতেরা মশাল জ্বাল্,
বুকের মাঝারে রাঙা-বিপ্লব মশাল জ্বাল্॥

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩২।